জাপানে বাড়ছে মুসলিমদের সংখ্যা, কবরস্থান নিয়ে সমস্যা

সারে-জমিন

শিক্ষকরা সময়ে না আসায় স্কুলের গেট বন্ধ, ঠায় দাঁড়িয়ে কচিকাঁচারা

রূপসী বাংলা

ভ্যানচালক বিজু আর রাস্তার লোকজন

সম্পাদকীয়

বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক সাগরে

সাধারণ

ভারত-ইংল্যান্ডের মধ্যে আরও একটি একপেশে ম্যাচ

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
২৪ মাঘ ১৪৩১
৮ শাবান ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 37 ■ Daily APONZONE ■ 7 February 2025 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

উত্তরপ্রদেশের হিংসা কবলিত গাউসগঞ্জে বাড়ি ফিরতে চান ঘরহারা সংখ্যালঘুরা

আপনজন ডেস্ক: ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই উত্তরপ্রদেশের হারদোই জেলার গাউসগঞ্জ গ্রামে ছড়িয়ে পড়া সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বেশ কয়েকটি মুসলিম পরিবারকে বাস্তুচ্যুত করে। তাvf এখন ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই করছে।

প্রথমে মঙ্গলবার মুসলিম মহিলাদের একটি বড় দল কালেক্টরেট এবং এসএসপি অফিসের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তারা অভিযোগ করেন, তাদের পরিবারকে জোর করে উচ্ছেদ করা হয় এবং তাদের বাড়িঘর বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। গাউসগঞ্জে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের ফলে পুলিশি ধরপাকড় শুরু হয়, যার ফলে ৭০-৭৫ জন মুসলিম পুরুষকে গ্রেফতার করা হয়। নারী ও শিশুরা অভিযোগ করেছে, তাদেরকে বাড়ি থেকে জোর করে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং এরপর থেকে তাদের আর ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। এক দুঃস্থ মহিলা বলেন, আমরা শুধু আমাদের বাড়িতে ফিরে যেতে চাই। আমাদের সন্তানরা কষ্টে আছে, আমাদের কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। পুলিশ আমাদের গ্রামে ঢুকতে দিচ্ছে না। আরেক বিক্ষোভকারী বলেন, আমরা একাধিকবার এসএসপির কাছে লিখিত আবেদন জমা দিয়েছি, কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আমরা অসহায়। গত বছর সংঘর্ষের ফলে প্রাক্তন গ্রাম প্রধান হীরালালের ছেলে তেজপালের মৃত্যু হয়েছিল এবং এক ডজনেরও বেশি লোক আহত হয়েছিল। বুধবার সমাজবাদী পার্টির নেতারা ন্যায়বিচার এবং বাস্তুচ্যুত মুসলিম পরিবারগুলির অবিলম্বে পুনর্বাসনের দাবিতে দরবার করেন। এসপি জেলা সভাপতি শিবচরণ কাশ্যপ, কোষাধ্যক্ষ অশোক কুমার যাদব, এসপি মহিলা সভা জেলা সভাপতি স্মিতা যাদব এবং জেলা সাধারণ সম্পাদক ডাঃ দীক্ষা সাক্সেনার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল প্রায় ৩৩ টি বাস্তুচ্যুত পরিবার নিয়ে গাউসগঞ্জে যায়। তারা ঘরে ফেরানোর দাবি জানান পুলিশ সুপারের কাছে।

বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীর সদর্প ঘোষণা

৪.৪০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি লগ্নির প্রস্তাব এসেছে

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার কলকাতায় বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটের (বিজিবিএস) অষ্টম সংস্করণ শেষ হওয়ার পরে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দু'দিনের সম্মেলনের সাফল্যের প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন যে রাজ্যে ৪.৪০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে।বিনিয়োগকারীদের জন্য রাজ্য একটি "প্রধান গন্তব্য" হিসাবে রয়ে গেছে বলে জোর দিয়ে তিনি বলেন, শীর্ষ সম্মেলনের সময় ২১২টি এমওইউ এবং লেটার অফ ইনটেন্ট (এলওআই) স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যার মধ্যে মূল ছিল ওএনজিসির সাথে তেল অনুসন্ধান প্রকল্প। তিনি বলেন, আজ আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে, ২০২৫ বিজিবিএসে আমরা ৪ লাখ ৪০ হাজার ৫৯৫ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব পেয়েছি। মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য প্রধান উপদেষ্টা অমিত মিত্রের সঞ্চালনায় শীর্ষ সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে হাজার হাজার কাজের সুযোগ তৈরি হবে। গত বছর অনুষ্ঠিত বিজিবিএসের আগের সংস্করণে রাজ্য সরকার ৩.৭৬ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব পেয়েছিল। এই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি প্রদানের জন্য রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি এবং ব্যবসায়ের কেন্দ্র

হিসাবে এর ক্রমবর্ধমান আবেদনকে তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, অভূতপূর্ব সাড়া মিলেছে। এটা বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট নয়, এটা ওয়ার্ল্ড বিজনেস সামিট। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে তাঁর সরকার উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে একটি তেল অনুসন্ধান প্রকল্পের জন্য ওএনজিসির সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে, যেখানে ১৫ একর জমি মহারত্ন পিএসইউকে ১ টাকায় দেওয়া হবে। খুব শীঘ্রই অশোকনগরে বাণিজ্যিকভাবে তেল উত্তোলনের কাজ শুরু করবে ওএনজিসি। তিনি বলেন, আজ ছিল ক্ষুদ্র শিল্পের দিন। আজ ১৬টি সেক্টরিয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। গতকাল উদ্বোধনী অধিবেশনের পরে আমি পৃথকভাবে (রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান) মুকেশ আম্বানি এবং সজ্জন জিন্দালের (জেএসডব্লিউ) সাথে দেখা করেছি। তারা তাদের বিনিয়োগ পরিকল্পনা শেয়ার করেছে। তারা আমাকে আশ্বস্ত করেছে যে ভবিষ্যতে আরও অনেক বিষয় সামনে আসবে। যদিও তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কোনও বিশদ বিবরণ দেননি। মুখ্যমন্ত্রী ২০১১ সাল থেকে তাঁর সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরে বলেন, এই উদ্যোগগুলি রাজ্যের ১.৭২ কোটি মানুষকে দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠতে সহায়তা করেছে। তিনি বলেন, 'অবকাঠামো, শিল্প ও সামাজিক কল্যাণে আমাদের অব্যাহত মনোনিবেশ ফলপ্রসূ হয়েছে। ২০২৩ বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ ৩.৭৬ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের প্রস্তাব পেয়েছে। কিন্তু এই বছরের শীর্ষ সম্মেলনের একটি মূল আকর্ষণ ছিল রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি। এর চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি আগামী দশ বছরে রাজ্যে ৫০,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আম্বানি বলেন, এক দশকেরও কম সময়ে বাংলায় আমাদের বিনিয়োগ ২০ গুণ বেড়েছে এবং আমরা ৫০ হাজার কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করেছি। মমতা দিদি, আমরা এই দশকের শেষে এই বিনিয়োগ দ্বিগুণ করব। আমাদের বিনিয়োগের ফলে এক লক্ষেরও বেশি প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে, বুধবার অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী অধিবেশনে বলেন মুকেশ আম্বানি।

তিরুপতিতে এবার হাজার অহিন্দু কর্মীকে সরানোর দাবি বিজেপির

আপনজন ডেস্ক: তিরুমালাকে 'হিন্দুদের আধ্যাত্মিক রাজধানী' বলে দাবি করে বিজেপির অন্ধ্রপ্রদেশ ইউনিট বৃহস্পতিবার তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানমের (টিটিডি) প্রায় এক হাজার কর্মচারীকে মন্দির বোর্ডের পরিষেবা থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র তথা টিটিডি সদস্য ভানুপ্রকাশ রেড্ডি জানিয়েছেন, বোর্ডের প্রতিনিধিরা শীঘ্রই মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর সঙ্গে দেখা করে জানাবেন যে অহিন্দুদের পরিষেবার প্রয়োজন নেই। তারা বলেন, টিটিডিতে ৬৫০০ এরও বেশি স্থায়ী কর্মচারী এবং ১৭০০০ এরও বেশি চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী রয়েছে, যা মোট প্রায় ২৪০০০ এ নিয়ে এসেছে। আমি তথ্য পেয়েছি যে এক হাজারেরও বেশি কর্মচারী একটি অহিন্দু ধর্ম পালন করে, সে কারণেই আমরা এই বিষয়ে কঠোর অবস্থান নিচ্ছি। ১৪ ফেব্রুয়ারি আমরা মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর সঙ্গে দেখা করে অহিন্দু কর্মীদের টিটিডি-র অংশ না হওয়ার অনুরোধ জানাব। ১৮ জন অহিন্দু কর্মচারীর বিরুদ্ধে টিটিডির শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে রেড্ডি বলেন, ১৮ জনের মধ্যে দুজনকে 'আসল' হিন্দু বলে মনে করা হয় এবং তাই কর্মকর্তাদের তাদের পরিচয়পত্র পুনরায় যাচাই করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। রেড্ডির দাবি, অহিন্দু কর্মীরা টিটিডি থেকে বেতন পেলেও শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর প্রসাদম গ্রহণ করেন না। তিনি আরও বলেছিলেন যে টিটিডি আইনে কেবল হিন্দুদেরই মন্দিরের অনুষ্ঠান করার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং সমস্ত কর্মীকে অবশ্যই হিন্দু হতে হবে। টিটিডি সম্প্রতি একটি অফিসিয়াল মেমো জারি করে ১৮ জন কর্মচারীকে "অহিন্দু কার্যকলাপে" জড়িত থাকার অভিযোগে শাস্তিমূলক পদক্ষেপের অংশ হিসাবে মন্দির সংস্থার সমস্ত ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপে অংশ নিতে নিষেধ করেছে।

অল বেঙ্গল ইমাম-মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে

স্থান
পার্ক সার্কাস ময়দান কলকাতা

আন্তর্জাতিক কেরাত সম্মেলন

তারিখ
০৮.০২.২০২৫
শনিবার
দুপুর ১২টা

আমন্ত্রিত ক্বারীগণ

চেয়ারম্যান

সাব্বির আলি ওয়ারসি

ভাইস চেয়ারম্যান

মুস্তাফিজ হাশমী
(সঞ্চালক)

সভাপতি

মাওলানা জিয়াউল হক লস্কর

রাজ্য সম্পাদক
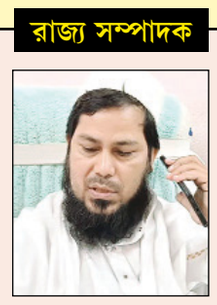
মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস
(সঞ্চালক)

সহ-সম্পাদক

শেখ মহঃ আইয়ুব আলি

- শায়েখ ক্বারী মুহাম্মদ আমীর আল আমিরী মাদানী (মদিনা মনোওয়ারা, সৌদি আরব)
- শায়েখ ক্বারী আব্দুল হাদী (কুয়ালালামপুর, মালোয়েশিয়া)
- শায়েখ ক্বারী আব্দুর রজিক আশ-শিহাবী (মিশর)
- শায়েখ ক্বারী ফাদলান জয়নুদ্দিন (ইন্দোনেশিয়া)
- শায়েখ ক্বারী মুস্তাফা আল হুসাইনি (ইরান)
- শায়েখ ক্বারী ফারহান মুহাম্মদি (জাকার্তা)
- শায়েখ ক্বারী উমার শিয়াজুলী (মালয়েশিয়া)
- শায়েখ ক্বারী মিক্বদাদ আস সায়্যিদ
  (মক্কাতুল মুকাররমা, সৌদি আরব, মাগরিবের আযান দিবেন ও ইমামত করবেন)

☛ ক্বারী মোহাঃ সালমান (সুরাট, গুজরাত), ☛ ক্বারী আবু আসাদ (অসম)

সম্মানীয় মেহমান

জনাব ক্বারী ফজলুর রহমান সাহেব
(ইমামে ঈদাইন, রেড রোড, কলকাতা)

জনাব আহমদ হাসান ইমরান
(রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান)

জনাব ত্বহা সিদ্দিকী সাহেব
(কর্ণধার, মোজাদ্দেদীয়া অনাথ ফাউন্ডেশন, ফুরফুরা শরীফ, হুগলি

জনাব কাজী মনজুর আলম সাহেব
(প্রাক্তন অধ্যাপক, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়)

যোগাযোগ 8436682507 / 7001964486 / 9830955328 / 8910652328

প্রথম নজর

খনন শুরুর আগে ভূমি পূজা ডেউচা পাঁচামিতে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণার পরে বৃহস্পতিবার থেকে এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা খনি দেউচা পাঁচামিতে উত্তোলন শুরু হবে বলে জানা যায়। তাই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা অনুযায়ী বুধবার সকালে চাঁদা গ্রামে পৌঁছন বীরভূম জেলাশাসক বিধান রায়, রাজ্যসভার সংসদ সামিরুল ইসলাম, বীরভূম পুলিশ সুপার সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিক বৃন্দ। যদিও প্রথমে প্রশাসনের কর্তাদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। কিন্তু পরে বীরভূম জেলা শাসক সহ অন্যান্য আধিকারিক মিটিয়ে নেন। আদিবাসীদের দাবি আগে তাদের চাকরি দিতে হবে না হলে কয়লা উত্তোলনের খনন প্রক্রিয়া শুরু হবে না। যতক্ষণ না আমরা কাজ পাচ্ছি ততক্ষণ কিছু করা যাবে না এই জায়গাতে। পরে অবশ্য কথা বলে মিটে যায়। ঘটনাস্থলে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল যাতে কোনরকম অপ্রীতিকর দুর্ঘটনা না ঘটে। তারই মধ্যে চাঁদা গ্রামে ভুমি পূজো শেষ হল।

গাঁজা পাচার, পুলিশের হাতে পাকড়াও সন্তোষ বর্মন

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: মাদক পাচার একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা, যা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন কৌশলে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। তবে, যখন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সজাগ থাকে, তখন মাদক চোরাচালানকারীরা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়। এমনই একটি ঘটনা ঘটেছে নবগ্রামে, যেখানে পুলিশ তাদের দক্ষতা এবং তৎপরতার মাধ্যমে একটি বড় মাদক পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করেছে।বৃহস্পতিবার বৈকালে নবগ্রামের শিবপুর মোড়ে নবগ্রাম থানার পুলিশ কর্তৃক ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে নাকা চেকিংয়ে উত্তরবঙ্গের দিক থেকে আসা একটি ছোট সন্দেহজনক চারচাকা গাড়ি থামানো হয়। গাড়িটির ভেতর বিশেষ কৌশলে লুকিয়ে রাখা ছিল বিপুল পরিমাণ গাঁজা। তল্লাশির সময় পুলিশ উদ্ধার করে প্রায় ৩৬ কেজি ৯ শো গ্রাম গাঁজা, যা পাচারের উদ্দেশ্যে আনা হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে খবর, গাড়ির চালক সন্তোষ বর্মন জলপাইগুড়ি জেলার বাসিন্দা।

উস্থির বিদ্যুৎ দফতরে বিক্ষোভ 'পথের দাবি' ও অ্যাবেকা-র

ওয়ারিশ লস্কর ● উস্থি

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে উস্তি থানা এলাকায় বিদ্যুৎ দফতরে এক ডেপুটেশনের আয়োজন করা হয় অ্যাবেকা ও পথের দাবী সংগঠনের পক্ষ থেকে। রাত পর্যন্ত আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখানো শুরু করেন, ডেপুটেশন ছিল আন্দোলন মুখী মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ নিয়ে তারা দল মত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে হাজির হন বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে। কয়েক দফা দাবি নিয়ে ১১ জন কমিটির সদস্যরা ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করেন । ডেপুটেশন ম্যানেজারের কাছে সদুত্তর না পেয়ে কয়েক শ সাধারণ মানুষ ঢুকে যান অফিসের মধ্যে।কয়েক হাজার সাধারণ মানুষের এই জনজোয়ার দেখে উস্তি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক আবুল মারজান হাজির হন। তিনি মানুষের দুঃখ ও দুর্দশার কথা শোনেন কিন্তু তানার কাছে কোন উত্তর ছিল না কারণ বারেবারে মানুষ যে সত্যিই বঞ্চিত হচ্ছে তিনি নিজ কানে শুনলেন। অপরদিকে পথের দাবী সংগঠনের জোরালো দাবী দাওয়া তুলে ধরেন বিদ্যুৎ ম্যানেজারের কাছে। তিনি পূর্বে যে উর্ধ্বতর কর্তৃপক্ষের বারে বারে আশ্বাস দিয়েছিলেন এখনো সেই আশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইলেন কাজের কিছু হয়নি বলে জানান গ্রাহকরা। পথের দাবির মূল দাবিগুলো হলো বিদ্যুত মানুষের লাইফ লাইন সেটা ছাড়া মানুষের জীবন পুরোপুরি অচল। তাদের মূল দাবিগুলির মধ্যে কয়েকটি হল সমস্ত খারাপ মিটার খুলে চিহ্নিত করে আগামী সাত দিনের মধ্যে তা পরিবর্তন করতে হবে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, সমস্ত ডিসপুট বিলগুলো আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে সংশোধন করতে হবে, দীর্ঘদিন ধরে যাদের নতুন সংযোগ দেয়া হচ্ছে না আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে কোন অজুহাত ছাড়াই সমস্ত গ্রাহকের নতুন সংযোগ দিতে হবে। এইরকম ২৪ দফা দাবি নিয়ে তারা ডেপুটেশন জমা দেয়। যদিও শেষ পর্যন্ত উস্তি থানার ওসি আশ্বাস এই আন্দোলন তুলে নেয়া হয়। এরপরে যদি এইসব সমস্যার আবার সম্মুখীন হতে হয় তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেবেন বলে জানান কমিটির সদস্যরা।উপস্থিত ছিলেন রাজ্যে অ্যাবেকা কমিটির সম্পাদক অনুকূল ভদ্র, রাজ্য কমিটি সম্পাদক মন্ডলী সদস্য স্বপন ভুঁইয়া,এডভোকেট সাইদুল ইসলাম, মাস্টার কবির, আসলাম সাহেব ছাড়াও বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন।

গোবরডাঙ্গা পৌরসভার নয়া বৃদ্ধাশ্রম 'সুখনীড়'

নিজস্ব প্রতিবেদক ● গোবরডাঙ্গা

আপনজন: অসহায় ভবঘুরে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সেবা শুশ্রূষার জন্য গোবরডাঙ্গা পৌরসভার তত্বাবধানে গড়ে তোলা বৃদ্ধাআশ্রমের উদ্বোধন হল বৃহস্পতিবার। যমুনা নদীর ধারে নবনির্মিত 'সুখনীড়' বৃদ্ধাআশ্রমটি উদ্বোধন করেন গোবরডাঙ্গা পৌরসভার চেয়ারম্যান শংকর দত্ত। জানা গিয়েছে, গোবরডাঙ্গা শহর এবং শহরতলী এলাকার অসহায় দরিদ্র ভবঘুরের থাকা খাওয়া চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেবে গোবরডাঙ্গা পৌরসভা। পুরপ্রধান সংকর দত্ত জানান, গোবরডাঙ্গা পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ৫০ আসন বিশিষ্ট ওই বৃদ্ধাআশ্রমটি এনইউএলএম প্রকল্পের আওতায় তৈরি করা হয়েছে। ২ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিন তলা বিশিষ্ট এই বৃদ্ধাআশ্রমে পুরুষ ও মহিলা মিলে মোট ৫০ জন অসহায় মা-বাবা থাকতে পারবেন। যাদের থাকা-খাওয়া, চিকিৎসা ইত্যাদি পরিষেবা সরকারি সহায়তায় গোবরডাঙ্গা পৌরসভার পক্ষ থেকে করা হবে বলেও জানিয়েছেন শংকর দত্ত। এর ফলে সুবিধা পাবেন গোবরডাঙ্গা সহ আশপাশের এলাকার বহু অসহায় মানুষ । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধক গোবরডাঙ্গা পৌরসভার চেয়ারম্যান শংকর দত্ত, প্রাক্তন পুরপ্রধান সুভাষ দত্ত সহ গোবরডাঙ্গার কাউন্সিলরবৃন্দ এবং বিশিষ্টজনেরা। সকলেই পৌরসভার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

মাধ্যমিকে বসা নিয়ে অনিশ্চয়তা ছাত্রীর, স্কুলের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: মাধ্যমিক পরীক্ষা বাকি হাতে গোনা আর মাত্র কয়েকটা দিন, তার আগেই অ্যাডমিট কার্ড হাতে না পাওয়ায় আদৌ পরীক্ষা দিতে পারবে কিনা তা নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছে পরীক্ষার্থী ও তার পরিবার। ঘটনাটি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সদর শহর তমলুকে অবস্থিত রাজকুমারী শান্তনাময়ী গার্লস হাই স্কুলের ঘটনা। স্কুল সূত্রে জানা যায় এই স্কুলে স্বস্তিকা মাইতি নামে দুই ছাত্রী পড়াশোনা করত। মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশনের সময়ও স্কুলে দুই স্বস্তিকা মাইতির রেজিস্ট্রেশন করলেও কিছুদিন পরেই স্কুল ছাড়ে স্বস্তিকা মাইতি যার পিতার নাম মানস মাইতি। এই বছরই প্রথমবার অনলাইনে এনরোলমেন্ট শুরু হয় মাধ্যমিক পরীক্ষার। অনলাইনে ফরম ফিলাপ করার সময় যে স্বস্তিকা মাইতি ঐ স্কুলে পাঠরত, তার জায়গায় ভুলবশত যে ছাত্রী স্কুল ছেড়েছেন সেই স্বস্তিকা মাইতির ফরম ফিলাপ করে ফেলে স্কুল কর্তৃপক্ষ। ফরম ফিলাপের পরে বর্তমান পাঠরত স্বস্তিকা মাইতি স্বাক্ষর করার সময় পাশে অভিভাবকের নাম ভুল থাকা সত্ত্বেও স্বাক্ষর করে দেয়। এরপর গত ৩০ শে জানুয়ারি ২০২৫ স্কুলে সমস্ত পরীক্ষার্থীর এডমিট আসে। পরদিন অর্থাৎ ৩১ শে জানুয়ারি ২০২৫ এডমিট দেওয়ার সময় দেখা যায় যে স্বস্তিকা মাইতি ইতিমধ্যেই স্কুল ছেড়েছেন তার অ্যাডমিটে বর্তমান পাঠরত স্বস্তিকা মাইতির স্বাক্ষর করা অ্যাডমিট এসেছে। এরপরেই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ১লা ফেব্রুয়ারি ২০২৫ স্কুলের পক্ষ থেকে পর্ষদে জান স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সহ ২ সহকারী শিক্ষিকা। সেখানেও প্রথমে কিছুটা আশ্বাস পেলেও কোন কাজ না হওয়ায় দপ্তরে মেলে করে পুরো বিষয়টি জানান প্রধান শিক্ষিকা। তারপরেও এখনো পর্যন্ত কোনো সমস্যার সমাধান না হওয়ায় সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। ১০ই ফেব্রুয়ারি শুরু হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা। তার আগে এমন পরিস্থিতিতে ঘোর অনিশ্চয়তায় ভুগছে এই পরীক্ষার্থী ও তার পরিবার। স্বস্তিকা মাইতির পিতা শ্যামল মাইতি জানান মাধ্যমিক পরীক্ষা জীবনের সবথেকে বড় প্রথম পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় সাফল্য আনতে অনেকদিন ধরেই প্রস্তুতি নিচ্ছিল মেয়ে স্বস্তিকা মাইতি, কিন্তু স্কুলের এমন গাফিলতি জেরে আদৌ এখন পরীক্ষায় বসতে পারবে কিনা সংশয় প্রকাশ করছেন তিনি। এই বিষয়ে স্কুলের যে গাফিলতি রয়েছে সে কথা স্বীকার করে নেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শর্মিষ্ঠা আদক।
তিনি আরো বলেন আমরা ভুল বুঝতে পারার পরেই সমস্ত রকম ভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যাতে ওই ছাত্রী এ বছরই পরীক্ষার বসতে পারে। এবছর পরীক্ষায় না বসলে ওই ছাত্রীর মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। অনলাইন পোর্টালে এই প্রথমবার ফরম ফিলাপ হয়েছে তাই বোর্ড এর কাছে আবেদন করব আমাদের আর একটা বারের জন্য শুধু সুযোগ দেওয়া হোক।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মোস্তফাপুর হাই মাদ্রাসায় নবী দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: বুধবার হুগলির কামার কুন্ডুর মোস্তাফাপুর হাই মাদ্রাসার বাৎসরিক বিশ্ব নবী দিবস পালিত হলো। সেই উপলক্ষে মাদ্রাসার ছাত্র ছাত্রিদের মধ্যে গজল কেরাত ক্যুইজ ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা ওবাইদুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অল বেঙ্গল মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি আবু আফজাল জিন্না। এছাড়া ছিলেন অপর্না দাস, সঞ্জীত ঘড়ুই, জামাল মন্ডল, হোস্টেল সুপার মহা মেহতাব।

শিক্ষকরা সময়ে না আসায় স্কুলের গেট বন্ধ, ঠায় দাঁড়িয়ে কচিকাঁচারা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

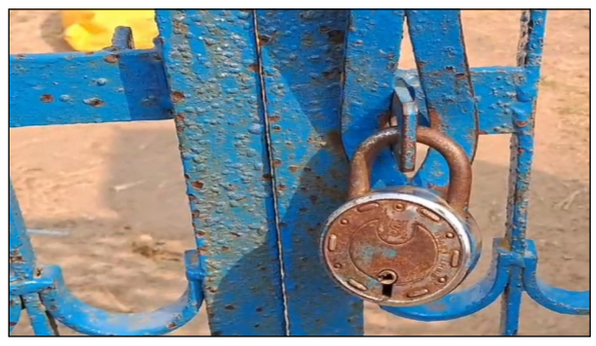

আপনজন: বিদ্যালয় শিক্ষক থেকেও স্কুল টাইমে খোলানি স্কুল। গেটের সামনে ছাত্ররা ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিদ্যালয়ে পাঁচ-পাঁচজন শিক্ষক। অথচ বেলা ১১টা পর্যন্ত বিদ্যালয়ে দেখা মিলল না একজনও শিক্ষকের। ফলে বিদ্যালয়ের তালাবন্ধ গেটের বাইরে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বিদ্যালয় খোলার জন্য অপেক্ষা করতে দেখা গেল বিদ্যালয়ের কচিকাঁচাদের। বুধবার এমনটাই ছবি নজরে এল মালদার মানিকচক ব্লকের মথুরাপুর কাঁকরিবাধা বাণী স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।
জানা গেছে, এই বিদ্যালয়ে রয়েছেন পাঁচ-পাঁচজন শিক্ষক। এরমধ্যে প্রধান শিক্ষক' ছুটিতে আছেন। কিন্তু বাকি চারজন শিক্ষকের মধ্যে একজনও বুধবার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ে আসেন নি। তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসে যায় পড়ুয়ারা। তারা তালাবন্ধ বিদ্যালয় গেটের সামনে দীর্ঘক্ষণ বিদ্যালয় খোলার প্রতীক্ষা করতে থাকে। অবশেষে বেলা ১১টা বেজে ১০ মিনিটে একজন শিক্ষক সাইকেলে চেপে এসে হন্তদন্ত হয়ে বিদ্যালয় গেটের তালা খোলেন। আর ঠিক পরপরই আরও একজন শিক্ষক আসেন। কিন্তু বাকি দুজন শিক্ষকের দেখা মেলেনি। যা নিয়ে চাপা ক্ষোভ লক্ষ্য করা যায় অভিভাবক মহলে। যদিও এক সহকারি শিক্ষকের দাবি, প্রতিদিন এমনটা হয় না। প্রতিদিন সঠিক সময়েই বিদ্যালয় চালু হয়। আজ আজ একটু দেরী হয়ে গেছে।

'দূষণযুক্ত' আয়রন স্পঞ্জ কারখানা খোলায় জনজাগরণ কমিটির বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● খড়গপুর

আপনজন: খড়্গপুর জনজাগরণ কমিটির বিক্ষোভ ডেপুটেশন। দীর্ঘদিন ধরে খড়গপুরে রেশমির স্পঞ্জ আয়রনের দুষণ এবং নতুন ফ্যক্টরি চালু করার প্রতিবাদে খড়গপুর জনজাগরণ কমিটি আন্দোলন করে আসছে। কারণ রেশ্মীর স্পঞ্জ আয়রণ হচ্ছে ভারত সরকারের উল্লেখিত এক লাল তালিকা ভুক্ত কোম্পানী। যে কারণে সমগ্র খড়গপুর শহর জুড়ে ব্যপক দূষণ ছড়াচ্ছে। দিল্লী, মুম্বাইয়ের থেকে ও খড়গপুরের বায়ু দূষণ সর্বাধিক। ফলে দূষণ জনিত নানা সমস্যায় ভুগছেন সাধারণ মানুষ। চুলকানী, হাঁপানি থেকে শুরু করে, হার্ট, লাঙ্গের রোগ সহ ক্যনসার হচ্ছে এই দূষণ থেকে। আগামী দিনে এই দূষণ না কমলে এই সমস্ত রোগ খড়গপুরে মহামারীর আকার ধারণ করবে। গত বছর পাঁচবেড়িয়া ও বিদ্যাসাগরপুর সংলগ্ন এলাকায় ওয়ালীপুর মৌজায় যে রেশ্মী গ্রুপের নতুন কারখানা তৈরী হচ্ছিল সেই সময় চিমনি বসানোকে কেন্দ্র করে কমিটি ব্যপক প্রতিবাদ করে এবং সেই প্রতিবাদ এমন জায়গায় যায় যে রেশমি পক্ষে সেই চিমনি বসানো আর সম্ভব হয়নি, উল্টে আন্দোলনের চাপে কারখানা থেকে চিমনি সহ সমস্ত মালপত্র সরিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু রেশমি যাতে পুনরায় সেই কারখানা শুরু করতে নাপারে এবং চালু কারখানায় স্পঞ্জ আয়রণের যে ব্যপক দূষণ সমগ্র খড়গপুর শহরকে গ্রাস করছে তা বন্ধ করতে হবে নতুবা স্পঞ্জআয়রণের লাল তালিকাভুক্ত কারখানা বন্ধ করতে হবে। স্পঞ্জ আয়রণের যে ব্যপক ছাই যা আসলে এক প্রকার বিষ, সারা খড়গপুর জুড়ে খোলা জায়গায় ফেলে জমি ভরাটের কাজে লাগাচ্ছে রেশমি কতৃপক্ষ তা ও বন্ধ করতে হবে। এই দাবি সহ আরো কিছু দাবীতে গত নভেম্বর মাস থেকে সমগ্র পাঁচবেড়িয়া ইন্দা সহ বিভিন্ন জায়গায় পাড়া বৈঠক এবং প্রতিবাদ সভার কর্মসূচি চালায়। এরপর তারা বৃহত্তর কর্মসূচি হিসাবেবুধবার এস ডি ও র সাথে ডেপুটেশানের কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচি রুপায়নের জন্য সারা খড়গপুর শহর জুড়ে ব্যপক প্রচার চালানো হয়, বিশেষ করে সমগ্র পাঁচবেড়িয়া এলাকায় ব্যপক সাড়া পড়ে। মানুষের স্বতস্ফুর্ত প্রতিবাদ এস ডি ও র কাছে আছড়ে পড়বে বুঝতে পেরে এস ডি ও নিজে ডেট দিয়ে ও ঐদিন অনুপস্থিত থাকেন। এস ডি ও র অনুপস্থিতীতে ডি এম ডি সি অনুপম বাগ ডেপুটেশান গ্রহণ করেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয় এত দিন খড়গপুরের মানুষ রেশমির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে ভয় পেত, এই প্রথম রেশমির বিরুদ্ধে বুকে সাহস দেখিয়ে প্রশাসনের কেন্দ্রে বড় বিক্ষোভ সভা সম্পন্ন হলো। সেই ভয়েই এস ডি ও নিজে ডেট দিয়ে ও ভয়ে পালিয়ে গেছে। আগামী দিনে আমরা এই আন্দোলন কে এমন জায়গায় নিয়ে যাবো রেশমি ও এই এস ডি ওর মতই খড়গপুর ছাড়তে বাধ্য হবে। এই দিন ডেপুটেশনে গিয়েছিলেন, মেহেবুব আলী খাঁ, আসলাম আহমেদ, সৌপর্ণ চক্রবর্তী, মুদেস্বর আরিফ, সোয়েল রাজা, বিলকিস খানম, সেক মেহেরাজ, সেক মুস্তাক, সেক সামিউল্লা।

ওয়াকফ বিল বাতিলের দাবিতে সিমলাপালে বিক্ষোভ আইএসএফের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ওয়াকফ সংশোধিত বিল-২০২৪ বাতিল, আর.জি করের ঘটনার ন্যায় বিচার, সিমলাপাল ব্লক হাসপাতালে পরিকাঠামো উন্নয়ন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির রোধ সহ একাধিক দাবিতে বাঁকুড়ার জঙ্গল মহলে আন্দোলনে নামল আই.এস.এফ। বৃহস্পতিবার আই.এস.এফ সিমলাপাল ব্লক কমিটির ডাকে দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড ফেস্টুন সহ সিমলাপাল বাজারে মিছিলে পথ হাঁটেন ওই দলের নেতা কর্মীরা। পরে সিমলাপাল বিডিও ও থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এর কাছে ২৩ দফা ও ১৪ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেন আই. এস.এফ-র এক প্রতিনিধি দল। আই.এস.এফ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সহ সম্পাদক লক্ষীকান্ত হাঁসদা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করে বলেন, সাধারণ মানুষের জঙ্গলের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, আর এই জায়গা আম্বানি-আদানিদের একেবারে বিনামূল্যে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর বিরুদ্ধেই তাঁদের লড়াই।
সাধারণ মানুষের স্বার্থে তাঁরা ধারাবাহিক লড়াই আন্দোলন করে যাবেন বলেও তিনি জানান।

বসিরহাট আমিনিয়া মাদ্রাসায় বুখারি খতম

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: দোয়ার মজলিস ও খতমে বোখারী শরীফ বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বসিরহাট আমিনিয়া মাদ্রাসা । বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটা থেকে এই বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে শেষ হাদীসটি বর্ণনা করেন ফুরফুরা শরীফের বিশেষ অতিথি সৈয়েদ সাইখুল হাদীস বাহাউদ্দিন সিদ্দিকী,সমগ্র অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন হাফেজ আবু বকর সাহেব। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, আমিনিয় মাদ্রাসার যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল হাসিম মন্ডল ও আবেদ আলী গাজী,সহ সভাপতি আবু ইসহাক বাবু গাজী,মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক হযরত মাওলানা মুফতী মোস্তফা একাধিক বিশিষ্টজনেরা সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মুফতি আশিকুর রহমান। এই মাদ্রাসা থেকে মাওলানা বিভাগ পাশ করেন ২১ জন।ইফতা ও ফতোয়া বিভাগে মুফতি পাশ করেন ২০ জন।হাফেজ শেষ করেন ২৭ জন ছাত্র। বসিরহাট আমিনিয়া মাদ্রাসায় মোট ছাত্র ৬৮ পারে বিভিন্ন বিভাগ থেকে তারা এই সম্মানে সম্মানিত হন, তাদের মাথায় পড়ানো হয় পাগড়ী।প্রতি বছরের ন্যায় এবছরেও দোয়ার মজলিস।৩১ জন শিক্ষক,৬০০ জন ছাত্র সহ বহু প্রাক্তন ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। এদিন সাইখুল হাদিস বাহাউদ্দিন সিদ্দিকী বলেন, ইমাম বুখারীর সহীহ নিয়্যতের কারণে আল্লাহ তাআলা বুখারী শরীফকে কবুল করছেন। সারা দুনিয়ায় এই কিতাবকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এদিন মাদ্রাসার সহ সভাপতি আবু ইসাহাক বাবু গাজী বলেন, আজ বরকতময় দিন বুখারী শরীফ খতম পাশাপাশি কোরআনের হাফেজ যারা হয়েছে তাদেরকে সম্মানিত করা। বিশেষ করে আজ সম্মানিত হলেও বুখারী শরীফের ২১ জন ছাত্র। তারা মাওলানা বিভাগ পাস করে বসিরহাট আমিনিয়া মাদ্রাসা থেকে চলে গেল। প্রতিবছর ন্যায় এ বছরেও এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বর্ধমান টাউন স্কুলে শতবর্ষ উদযাপন

এম এস ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমানের অন্যতম প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান টাউন স্কুল ১০০ বছর পূর্ণ করল। এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের শতবর্ষ উদযাপন মহাসমারোহে পালিত হল, যেখানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক আয়েশা রানী, পুলিশ সুপার সহায়ক দাস, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাসসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।
এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মৌলভী আবুল কাশেম। তিনি ছিলেন বর্ধমান থেকে নির্বাচিত এমএলএ ও এমপি, কলকাতা পৌরসভার কাউন্সিলর এবং লন্ডন গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের প্রতিনিধি। তাঁর ঐতিহাসিক অবদান ও টাউন স্কুল প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কাহিনি এবার উঠে আসছে এক তথ্যচিত্রে, যার নাম "বিদ্যা বাড়ির ইতিকথা"। তথ্যচিত্রটি নির্মাণ করেছেন টাউন স্কুলের কিছু প্রাক্তনী। পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন দেবরাজ কর্মকার। গবেষণার কাজে সহযোগিতা করেছেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ডক্টর সর্বজিত যশ, শতবর্ষ কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ মল্লিক, স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি উত্তম সেনগুপ্ত এবং ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শামীম হোসেন চৌধুরী। এই তথ্যচিত্রের ট্রেলার ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে এবং এটি জেলার প্রথম পূর্ণাঙ্গ শিক্ষামূলক তথ্যচিত্র হিসেবে বিশেষ স্বীকৃতি পাচ্ছে। এতে টাউন স্কুলের গৌরবময় ইতিহাস, স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠার নানা চ্যালেঞ্জ তুলে ধরা হয়েছে। শতবর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে ডাক বিভাগের তরফ থেকে টাউন স্কুলের নামাঙ্কিত বিশেষ কভার পেজের উদ্বোধন করা হয়েছে। কয়েকদিন ধরে চলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন।

সরকারি বাসের পিছনে ধাক্কা ছোট গাড়ির

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: সরকারি যাত্রীবাহী বাসের পেছনে সজোরে ধাক্কা একটি ছোট চার চাকা গাড়ির। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছাড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত হাসপাতাল সংলগ্ন ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপরের ঘটনা। জানা গিয়েছে, এদিন বুনিয়াদপুর থেকে বালুরঘাটের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল সরকারি যাত্রীবাহী বাসটি। সেই সময় গঙ্গারামপুর হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পেছন থেকে একটি গাড়ি সজোরে ধাক্কা মারে সরকারি যাত্রীবাহী বাসটির পেছনে। সরকারি যাত্রীবাহী বাসটির কোনো ক্ষতি না হলেও, দুমড়ে মুচড়ে যায় ছোট গাড়িটি।

প্রথম নজর

প্রথম ড্রোনবাহী যুদ্ধজাহাজ উন্মোচন ইরানের

আপনজন ডেস্ক: সদ্যই ইরানকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প। সাফ জানিয়েছেন যদি তাকে খুনের চেষ্টা করা হয় তবে পৃথিবী থেকে ইরানের নাম মুছে যাবে। এমন আবহে পারমাণবিক ক্ষমতা বাড়াচ্ছে ইরান। এই প্রথম দেশীয়ভাবে নির্মিত ড্রোনবাহী যুদ্ধজাহাজ উন্মোচন করল ইরান। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার 'শহিদ বাঘেরি' নামের এই ড্রোনবাহী যুদ্ধজাহাজটি উন্মোচন করা হয়। অত্যাধুনিক এই নৌযানটি একাধিক ড্রোন স্কোয়াড্রন মোতায়েন, যুদ্ধবিমান উৎক্ষেপণ ও পুনরুদ্ধার এবং গোয়েন্দাগিরি ও ড্রোন পরিচালনায় সক্ষম। এই ড্রোনের সবচেয়ে আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য হল এক বছর পর্যন্ত জ্বালানি না নিয়েই দীর্ঘ দূরত্বের মিশন পরিচালনা করতে পারবে এটি। দেশটির সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, নতুন এই নৌজাহাজটি উচ্চগতির আক্রমণাত্মক বোট, যুদ্ধ ও সহায়ক হেলিকপ্টার বহন ও পরিচালনা করতে পারে। এটি ড্রোন ও হেলিকপ্টার মিশনের জন্য একটি মোবাইল সামুদ্রিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবেও কাজ করবে। শুধু তাই নয়, এই যুদ্ধ জাহাজটি খোলা সমুদ্রে প্রবল ঢেউ সহ্য করতে পারে এবং এতে ২২,০০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত অপারেশনাল রেঞ্জ রয়েছে। তবে 'শহীদ বাঘেরিই' ইরানের একমাত্র ড্রোন ক্যারিয়ার নয়। এছাড়া 'শহীদ রৌদাকি' ও 'শহীদ মাহদাভি' ড্রোন ক্যারিয়ারও ইরান তৈরি করেছে। এই ড্রোন ক্যারিয়ারগুলোর মাধ্যমে ইরান শত্রুদের নিমেষে টেক্কা দিতে পারবে। পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার বহু বছর পরও ইরান নিজস্ব সশস্ত্র ড্রোন বহর তৈরি করেছে। এর আগে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ানরা ব্যাপকভাবে ইরানের শাহেদ ড্রোন ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ করেছিল পশ্চিমারা।

রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে নিহত ৪৫ হাজার সেনা: জেলেনস্কি

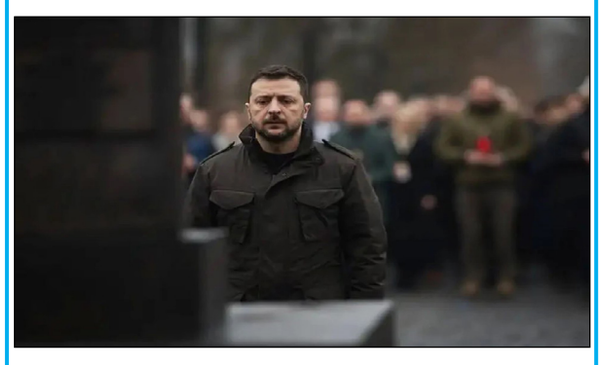

আপনজন ডেস্ক: প্রায় তিন বছর ধরে চলমান রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে নিহত সেনার সংখ্যা এখন পর্যন্ত খুব বেশি জানায়নি ইউক্রেন। রাশিয়াও তাদের নিহতের সংখ্যা অধিকাংশ সময় গোপন রেখেছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি জানিয়েছেন, এখনো পর্যন্ত যুদ্ধে ৪৫ হাজার ১০০ সেনা নিহত হয়েছেন। আহতের সংখ্যা তিন লাখ ৯০ হাজার। জেলেনস্কি বলেছেন, তিন বছরে পা দিল এই যুদ্ধ। বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অপরিসীম। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ বন্ধ করতে এবং সমাধানসূত্র খুঁজে বের করতে তিনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আলোচনায় বসতেও রাজি। মঙ্গলবার ব্রিটিশ সাংবাদিক পিয়ার্স মরগ্যানকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন জেলেনস্কি। সেখানে তিনি বলেছেন, 'ইউক্রেনে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য যদি পুতিনের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হয়, আমি বসতে রাজি আছি। আর মানুষের মৃত্যু মেনে নেয়া যাচ্ছে না।' জেলেনস্কি জানিয়েছেন, কূটনৈতিক পথে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটানো সম্ভব। তবে আলোচনায় রাশিয়ার পাশাপাশি আমেরিকা এবং ইউরোপকে থাকতে হবে। জেলেনস্কি জানিয়েছেন, রাশিয়া ইউক্রেনের বেশ কিছু অঞ্চল দখল করে নিয়েছে। এবং ইউক্রেন কোনোভাবেই তা মেনে নেবে না। এবিষয়ে পশ্চিমা দেশগুলির অবস্থান নিয়েও হতাশা প্রকাশ করেছেন তিনি। তার মতে, রাশিয়াকে ইউক্রেনের ভিতর থেকে পিছনে সরানোর ব্যাপারে পশ্চিমা দেশগুলোর কাছে যতটা সাহায্য আশা করেছিল ইউক্রেন, তারা তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসলে তারা অবস্থান কী হবে? সাংবাদিকের এই প্রশ্নের জবাবে জেলেনস্কি বলেছেন, 'আমি অবশ্যই পুতিনের প্রতি সদয় হবো না। আমি তাকে আমার শত্রু বলে মনে করি। আমার ধারণা, পুতিনও আমাকে শত্রু বলে মনে করেন।' পুতিন ইতোমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন, জেলেনস্কির সঙ্গে কোনোভাবেই বৈঠকে বসবেন না তিনি।
এদিকে, নিজের নিহত সেনার সংখ্যা জানানোর সময় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, তার কাছে যা খবর তাতে, এখনো পর্যন্ত তিন লাখ ৫০ হাজার রাশিয়ার সেনা নিহত হয়েছে যুদ্ধে। আহতের সংখ্যা সাত লাখ। এদিকে, ক্ষমতায় আসার পরেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন, তিনি ইউক্রেন যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাবেন।

জাপানে বাড়ছে মুসলিমদের সংখ্যা, কবরস্থানের জায়গা সঙ্কুলান নিয়ে এখন সমস্যা

আপনজন ডেস্ক: অন্য দেশের মত এশিয়ার আধুনিক রাষ্ট্র জাপানেও দিন দিন বাড়ছে মুসলিমদের সংখ্যা। আর এসব মুসলিমদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করেন তাদের কবর দেয়া নিয়ে বাড়ছে শঙ্কা।
জানা যায়, দেশটিতে ইসলামিক রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কবরস্থানের জন্য ক্রমবর্ধমান চাপের সম্মুখীন হচ্ছে দেশটির সরকার। মূলত, দেশটিতে লাশ দাহ করা রীতি থাকলেও ইসলাম জাপানে দ্রুততম বর্ধনশীল ধর্ম হবার কারণে নতুন এই সমস্যা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। এক প্রতিবেদনে মিডেল ইস্ট মনিটর এ তথ্য জানায়।
জাপানের কিয়োডো নিউজ জানিয়েছে যে মিয়াগি প্রিফেকচারের গভর্নর ইয়োশিহিরো মুরাই বিষয়টি স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে একজন মুসলিম বাসিন্দা তাকে বলেছেন যে কবরের অভাবের কারণে জাপানে বসবাস করা 'খুবই কঠিন' হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই তিনি একটি নতুন কবরস্থান তৈরির কথা বিবেচনা করছেন। তোহোকু অঞ্চলে কবরস্থানের অনুপস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করে মুরাই বলেন, ' নতুন কবরস্থান তৈরির কথা মাথায় রেখে দ্রুত জাপান সরকার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।'

আমেরিকা গাজা অধিগ্রহণ করবে, তার পরিকল্পনা প্রস্তুত করছে ইসরাইল

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের হটানোর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেইসঙ্গে ট্রাম্প গাজাকে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার কথা জানিয়েছে। ট্রাম্পের এসব পরিকল্পনার প্রশংসা করেছেন ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। বৃহস্পতিবার বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। ফক্স নিউজকে দেয়া সাক্ষাৎকারে নেয়ানিয়াহু সরাসরি ট্রাম্পের গাজা নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পরিকল্পনা নিয়ে কিছু বলেননি। তবে গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের সরানোর পরিকল্পনার সমর্থন জানিয়েছেন। নেতানিয়াহু বলেছেন, আমি বোঝাতে চাচ্ছি ওই পরিকল্পনায় কি সমস্যা? তারা (ফিলিস্তিনি) গাজা থেকে সরে যেতে পারে, তারা ফিরেও আসতে পারে। কিন্তু গাজাকে পুনর্নির্মাণ করতে হবে।
এদিকে, গাজার বাসিন্দারা যাতে 'স্বেচ্ছায়' চলে যায় সেজন্য সেনাবাহিনীকে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করার নির্দেশ দিয়েছেন ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরাইল কার্টজ। বৃহস্পতিবার সেনাবাহিনীকে এই নির্দেশ দেন তিনি। গাজার দখল নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আকস্মিক ঘোষণার পর এই নির্দেশনা দেয়া হলো। মঙ্গলবার ট্রাম্প ঘোষণা দেন যুক্তরাষ্ট্র গাজা দখল করবে এবং সেখানে বসবাসকারী ফিলিস্তিনিদের পুনর্বাসন করা হবে। এছাড়া এই অঞ্চলটিকে 'মধ্যপ্রাচ্যের রিভেরা' হিসেবে রূপান্তর করার পরিকল্পনা আছে বলেও জানান ট্রাম্প। 'আমি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাহসী পরিকল্পনাকে স্বাগত জানাই। গাজার বাসিন্দাদের চলে যাওয়ার এবং দেশত্যাগের স্বাধীনতা দেয়া উচিত, যেমনটি বিশ্বজুড়ে করা হয়,' ইসরাইলের চ্যানেল ১২ কার্টজকে উদ্ধৃত করে এ তথ্য জানিয়েছে।
তবে ফিলিস্তিনিদের কারা গ্রহণ করবে জানতে চাইলে কার্টজ বলেন, গাজায় ইসরাইলের সামরিক অভিযানের বিরোধিতাকারী দেশগুলোরই এটি করা উচিত। তিনি বলেন, 'স্পেন, আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে এবং অন্যান্য দেশ, যারা গাজায় ইসরাইলের কর্মকাণ্ডের জন্য তেল আবিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং মিথ্যা দাবি করেছে, তারা আইনত গাজার যেকোনো বাসিন্দাকে তাদের অঞ্চলে প্রবেশের অনুমতি দিতে বাধ্য।'
চ্যানেল ১২ আরও জানিয়েছে, কার্টজের পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থলপথে প্রস্থানের বিকল্প অন্তর্ভুক্ত থাকবে। পাশাপাশি সমুদ্র ও আকাশপথে প্রস্থানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও থাকবে। এদিকে বুধবার ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনার সমালোচনা করে বিশ্বশক্তি রাশিয়া, চীন ও জার্মানি বলেছে যে এটি 'নতুন দুর্ভোগ এবং নতুন ঘৃণা' তৈরি করবে।
আঞ্চলিক হেভিওয়েট সউদী আরবও এই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং জর্ডানের বাদশাহ আবদুল্লাহ, যিনি আগামী সপ্তাহে হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সাথে দেখা করবেন, বুধবার বলেছেন যে তিনি ভূমি অধিগ্রহণ এবং ফিলিস্তিনিদের বাস্তুচ্যুত করার যেকোনো প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করেছেন।
যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদেশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, স্পেনও ট্রাম্পের বক্তব্যের বিরোধিতা করেছে। ট্রাম্পের পরিকল্পনাকে ফিলিস্তিনিদের বৈধ আকাঙ্ক্ষার ওপর আঘাত এবং দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের জন্য বড় বাধা হিসেবে উল্লেখ করেছে দেশগুলো।
যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার ফিলিস্তিন ও ইসরাইলে দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান প্রক্রিয়ায় তার দেশের সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, ফিলিস্তিনিদের অবশ্যই তাদের ঘরে ফিরতে দিতে হবে।
গাজার বর্তমান পরিস্থিতিকে সংকটপূর্ণ আখ্যা দিয়ে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামি বলেন, ফিলিস্তিনিদেরকে অবশ্যই গাজা ও পশ্চিম তীরে নিরাপদে বাস করা ও উন্নয়নের সুযোগ পেতে হবে।
গাজার ফিলিস্তিনি জনগণকে জোর করে বাস্তুচ্যুত করার বিরোধিতা করেছে ফ্রান্সও। ট্রাম্পের প্রস্তাবের বিষয়ে ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, তার এই পরিকল্পনা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন।

ইরান ইউরোপে আঘাত হানতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করছে

আপনজন ডেস্ক: ইরান গোপনে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করছে, যা উত্তর কোরিয়ার নকশার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে এবং ইউরোপে আঘাত হানতে সক্ষম। এমনটাই দাবি করেছে দেশটির বিরোধী গোষ্ঠী ন্যাশনাল কাউন্সিল অব রেজিস্ট্যান্স অব ইরান (এনসিআরআই)।
গোষ্ঠীটির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এসব অস্ত্র দুটি স্থাপনায় তৈরি হচ্ছে। যা মূলত স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র হিসেবে ছদ্মবেশে কাজ করছে।
এনসিআরআই-এর মতে, তেহরান এই কেন্দ্রগুলোতে পারমাণবিক কর্মসূচি দ্রুততর করছে।
তাদের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্রগুলো ৩,০০০ কিলোমিটারের বেশি (১,৮০০ মাইল) অতিক্রম করতে সক্ষম। যা ইউরোপের বিভিন্ন অংশকে লক্ষ্যে পরিণত করতে পারে।
এনসিআরআই-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী এবং উন্নত প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা শাহরুদ মিসাইল সুবিধা পরিচালনা করছে। যেখানে পারমাণবিক ওয়ারহেড তৈরি করা হচ্ছে। আর এই ওয়ারহেড 'গাহেম-১০০' ক্ষেপণাস্ত্রে সংযোজন করা হবে, যা গ্রিস পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে।প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ইরান ইতোমধ্যেই শাহরুদ কেন্দ্রে কমপক্ষে তিনবার রকেট পরীক্ষা চালিয়েছে। তবে সরকার এগুলোকে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ হিসেবে উপস্থাপন করেছে।
এনসিআরআই-এর দাবি, আইআরজিসি আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আরও উন্নত গাহেম-১০০ রকেট পরীক্ষা করতে চায়। দ্বিতীয় পরীক্ষামূলক কেন্দ্রটি সেমনান শহরের দক্ষিণ-পূর্বে ৪৩ মাইল দূরে অবস্থিত। যেখানে ইরান 'সিমোরগ' ক্ষেপণাস্ত্রের উন্নয়ন করছে, যা উত্তর কোরিয়ার নকশার ওপর ভিত্তি করে তৈরি।
এনসিআরআই-এর মতে, এই কেন্দ্রের কিছু অংশ মাটির নিচে লুকানো এবং ২০০৫ সাল থেকে এটি সম্প্রসারিত হচ্ছে।
এনসিআরআই আরও দাবি করেছে, ইরান এই কর্মসূচিকে গোপন রাখতে দেশটির মহাকাশ কর্মসূচির সঙ্গে সংযুক্ত করেছে এবং খোমেনি স্পেস লঞ্চ টার্মিনাল প্রতিষ্ঠা করেছে।এনসিআরআই-এর যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি সোনা সামসামি বলেছেন, 'তেহরান আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে দূরে রাখতে এবং তার পারমাণবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য সময় কিনতে চাইছে'।তিনি আরও বলেন, গত বছর ইসরাইলের আক্রমণে তেহরানের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে। যা পশ্চিমা বিশ্বকে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি বন্ধ করার জন্য একটি সুযোগ করে দিয়েছে।সামসামি মন্তব্য করেছেন, 'তেহরান বর্তমানে সবচেয়ে দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। ইরানের শাসকগোষ্ঠী এখন তাদের পারমাণবিক অস্ত্র উন্নয়নে গতি বাড়িয়েছে'।
তিনি বলেন, 'এখনই সময় এসেছে এই সরকারকে অভ্যন্তরীণ হত্যাকাণ্ড, আঞ্চলিক যুদ্ধ এবং পারমাণবিক কর্মসূচির জন্য দায়ী করার'।

চিন-থাইল্যান্ড সম্পর্ক উন্নয়নের আহ্বান সি-এর

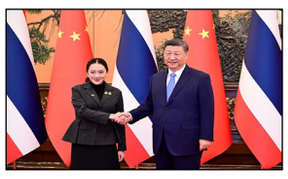

আপনজন ডেস্ক: ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার মোকাবিলায় চীন ও থাইল্যান্ডের মধ্যে আস্থা আরও গভীর করা এবং সহযোগিতার সম্পর্ক প্রসারিত করার আহ্বান জানিয়েছেন চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং। আজ বৃহস্পতিবার বেইজিংয়ে থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রার কাছে এমন আহ্বান জানান তিনি। চীন ও থাইল্যান্ডের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল বুধবার বেইজিং সফরে যান পেতংতার্ন। আগামী শনিবার তাঁর এই সফর শেষ হওয়ার কথা। গত আগস্টে থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় বসার পর এটিই পেতংতার্নের প্রথম চীন সফর।
তিনি বলেন, দুই দেশের মধ্যে ডিজিটাল অর্থনীতি নিয়ে কাজ করা হবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজায় জাতিগত নিধন এড়িয়ে চলতে বললেন জাতিসংঘ মহাসচিব

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে গাজায় জাতিগত নিধন এড়িয়ে যেতে বলেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের অন্যান্য দেশে পাঠিয়ে উপত্যকাটি যুক্তরাষ্ট্র দখল করে নেবে বলে ট্রাম্প মঙ্গলবার যে পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন, তা নিয়ে সৃষ্ট উদ্বেগের প্রেক্ষাপটে এ আহ্বান জানালেন তিনি।
ট্রাম্পের ওই বক্তব্যের পর গতকাল বুধবার জাতিসংঘের একটি বৈঠকে গুতেরেস বলেন, 'সমাধান খুঁজতে গিয়ে আমাদের সমস্যা আরও খারাপ করে ফেলা যাবে না। আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তির ওপর বিশ্বাস রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেকোনো ধরনের জাতিগত নিধনই এড়িয়ে যাওয়া জরুরি। আমাদের অবশ্যই দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধান নীতি (ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংকটে) সুনিশ্চিত করতে হবে।'
যদিও ফিলিস্তিনি জনগণের অবিচ্ছেদ্য অধিকারের অনুশীলন-সংক্রান্ত কমিটিতে গতকাল দেওয়া এক ভাষণে গুতেরেস প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বা গাজার ফিলিস্তিনিদের পুনর্বাসন-সংক্রান্ত তাঁর প্রস্তাব নিয়ে কোনো কথা বলেননি।
গুতেরেস গতকাল জর্ডানের বাদশাহ আবদুল্লাহর সঙ্গেও গাজা এবং এ অঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেছেন বলে জানিয়েছেন মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক।
বাদশাহ আবদুল্লাহ আগামী সপ্তাহে ওয়াশিংটন সফরে যাবেন। তখন তিনি আরব দেশগুলোর হয়ে একটি যৌথ বার্তা ট্রাম্পের কাছে পৌঁছাবেন বলে কমিটিকে বলেছেন জাতিসংঘে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের (পিএ) দূত রিয়াদ মনসুর।
রিয়াদ মনসুর বলেন, 'ফিলিস্তিন ছাড়া আমাদের কোনো দেশ নেই। গাজা ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের মূল্যবান অংশ। আমরা গাজা ছেড়ে যাচ্ছি না। পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই, যে বা যারা গাজাসহ আমাদের পূর্বপুরুষের ভূমি থেকে ফিলিস্তিনি জনগণকে উচ্ছেদ করতে পারে।'
মনসুর আরও বলেন, 'আমরা গাজাকে পুনর্নির্মাণ করতে চাই। আমরা এটিকে আবার সংগঠিত করতে চাই। এ প্রচেষ্টায় আমরা বিশ্বের সব দেশের কাছে আমাদের সাহায্য করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।'
জাতিসংঘ দীর্ঘদিন ধরে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনিদের নিরাপদ এবং স্বীকৃত সীমান্তের ভেতর পাশাপাশি বসবাস করার উপযোগী দুটি রাষ্ট্রের পরিকল্পনাকে সমর্থন করে আসছে। ফিলিস্তিনিরা পশ্চিম তীর, পূর্ব জেরুজালেম ও গাজা উপত্যকা নিয়ে নিজেদের একটি আলাদা রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩৪মি.

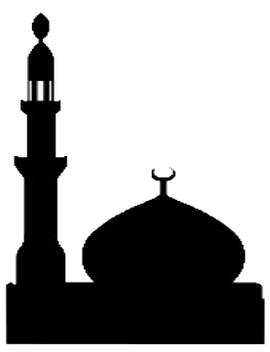

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫০	৬.১২
যোহর	১১.৫৬	
আসর	৩.৫২	
মাগরিব	৫.৩৪	
এশা	৬.৪৪	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

তিউনিসিয়ার অর্থমন্ত্রী বরখাস্ত

আপনজন ডেস্ক: তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট বুধবার অর্থমন্ত্রী সিহেম বোঘদিরিকে বরখাস্ত করেছেন। তার স্থলে বিচারক মিছকাত খালদিকে নতুন অর্থমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করেছেন প্রেসিডেন্ট। মিছকাত স্লামা খালদি দেশের অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করবেন বলে বৃহস্পতিবার রাতে প্রেসিডেন্টের দফতর ঘোষণা দেয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে কার্থেজ প্যালেসে প্রেসিডেন্টের কাছে খালদির শপথ গ্রহণের ছবিও প্রচারিত হয়েছে। বোঘদিরি ২০২১ সাল থেকে অর্থমন্ত্রী পদে ছিলেন। নতুন অর্থমন্ত্রী আত্মসাৎকৃত সরকারি তহবিল পুনরুদ্ধারের জন্য একটি জাতীয় কমিশনের নেতৃত্ব দেন।

ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ছাড়া ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক নয় : সৌদি আরব

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে দৃঢ় অবস্থান জানিয়েছে সৌদি আরব। দেশটি স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, ফিলিস্তিনিদের নিজ ভূমি থেকে সরিয়ে দেওয়ার যে কোনো চেষ্টাকে তারা প্রত্যাখ্যান করবে।
সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া ইসরায়েলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব নয়।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনের পর সৌদি আরব এ ঘোষণা দেয়।
সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, ফিলিস্তিনিদের প্রতিবেশী দেশগুলোতে স্থানান্তর করা হবে এবং গাজার নিয়ন্ত্রণ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে থাকবে। পরে এটি পুনর্গঠনের মাধ্যমে নতুন করে গড়ে তোলা হবে। এদিকে, গাজায় যুদ্ধবিরতির মধ্যেই পশ্চিম তীরে বড় ধরনের সামরিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। গাজা উপত্যকার পর এবার ফিলিস্তিনের জেনিন শহরও ধ্বংসের পথে। ২ ফেব্রুয়ারি ইসরায়েলি বাহিনী জেনিন শহরে একসঙ্গে ২৩টি ভবন উড়িয়ে দেয়। একই দিনে ৭০ বছরের বেশি বয়সী এক ফিলিস্তিনিসহ দুজনকে হত্যা করে ইসরায়েলি সেনারা।

নাইজেরিয়ায় স্কুলে আগুন লেগে ১৭ শিশুর মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: উত্তর নাইজেরিয়ার একটি ইসলামিক স্কুলে অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ১৭ জন শিশু নিহত হয়েছে। কর্মকর্তারা এই তথ্য জানিয়েছে। এ ছাড়া বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। তাদের চিকিৎসার জন্য জামফারা রাজ্যের কাউরান নামোদা শহরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, গত মঙ্গলবার রাতে কাছের একটি বাড়িতে প্রথমে আগুন লাগে এরপর তা স্কুলে ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার সময় ১০-১৬ বছর বয়সী শিশুরা ঘুমাচ্ছিল। কর্তৃপক্ষ বলছে, তারা আগুন লাগার কারণ তদন্ত করছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং জরুরি উদ্ধারকর্মীদের ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছিল কিন্তু আগুনের ফলে ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য হতাহতের ঘটে যায়।
পুলিশের মুখপাত্র ইয়াজিদ আবুবকর বলেছেন, বুধবার বিকেলে মৃত শিশুদের দাফন করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী ইয়াহায়া মাহি বিবিসি হাউসাকে বলেছেন, আগুন নেভাতে হিমশিম খেয়েছে কর্মীরা। তিনি বলেন, 'দমকলকর্মীরা সময়মতো উপস্থিত হলেও, বাড়ির দিকে যাওয়ার রাস্তাটি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় বাড়িতে পৌঁছাতে সমস্যা হয়েছে।
কর্তৃপক্ষ ধারণা করছে, স্কুলে প্রায় ১০০ জন শিক্ষার্থী ছিল। তারা বলেছেন, অনেক শিক্ষার্থী জামফারা রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর কৌরা নামোদার আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে এসেছে।

ইসলামিক আদর্শে আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
আপনার সন্তানকে আধুনিক শিক্ষার সমাজের যোগ্য ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
মদিনা মিশন
মদিনা নগর চৌহাটি মুসলিমপাড়া রোড, পোঃ- চৌহাটি, থানা- সোনারপুর
কোলকাতা- ৭০০১৪৯
Mob.: 9830401057
Govt. Regd No.- 1033/00241
Email: madinamission949@gmail.com
২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলছে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি
সীমিত সংখ্যক আসনে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণিতে স্পট টেস্টের মাধ্যমে ভর্তি চলছে।
ঃঃঃ আমাদের পরিষেবা ঃঃ
● তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের এবং পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুসারে পড়ানো হয়।
হোস্টেলের সুব্যবস্থা আছে। আবাসিক ছাত্রদের দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা মণিটরিং করানো হয়।
● আরবি বিভাগ-
আবাসিক ছাত্রদের ১০-১২ বছরের ছাত্রদের হাফেজী এবং মাওলানা কাফিয়া পর্যন্ত শিক্ষার পাশাপাশি জেনারেল শিক্ষা প্রদান করা হয়।
● গরিব এতিম ছাত্রদের বিনামূল্যে রাখা হয়। এতিম শিশুদের আধুনিক ও দ্বিনি শিক্ষার অতুলনীয় আশ্রয়কেন্দ্র। যার নাম মদিনা মিশন।
সভাপতি- মুফতি লিয়াকাত সাহেব
সহ-সভাপতি- ইনতাজ আলি শাহ (প্রাক্তন বিচারপতি)
হাজি ইউসুফ মোল্লা, মাস্টার আবুল্লাহ সর্দার, মাস্টার আব্দুল বাসার
সম্পাদক- ইমাম হোসেন সেখ
সহ-সম্পাদক- আব্দুর রহমান, সৈয়দ রহমাতুল্লাহ
প্রধান শিক্ষিকা- সাবিনা সেখ
পথ নির্দেশ- শিয়ালদহ ক্যানিং, লক্ষীকান্তপুর, ডায়মণ্ডহারবার ট্রেনে করিয়া মল্লিকপুর স্টেশন হইতে টোটো কিংবা রিক্সা করে মদিনা মিশন দঃ চৌহাটি হাঁটাপথ ২০মিনিট।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, ২৪ মাঘ ১৪৩১, ৮ শাবান ১৪৪৬ হিজরি

শ্রম ও শ্রমিক

শ্রমিকদের লইয়া পৃথিবীর সর্বত্রই নানা টানাপোড়েন রহিয়াছে। স্কটিশ দার্শনিক টমাস কার্লাইলের মতে, 'শ্রমই জীবন। শ্রমিকের অন্তরের অন্তস্তল হইতে তাহার ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তির উদ্ভব হয়। শ্রম হইল সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দ্বারা তাহার মধ্যে ফুঁকে দেওয়া সেই পবিত্র স্বর্গীয় জীবন-সারাংশ (পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট, ১৮৪৩)। এই জন্য কোনো কাজকেই খাটো করিয়া দেখিবার অবকাশ নাই এবং কোনো স্পোকে উচ্চতর বলিয়া বিবেচনা করা বা কোনো কাজের সহিত কোনো ধরনের বৈষম্য প্রদর্শন করা অনুচিত।

কেননা সমাজ-সংসারে নানা ধরনের কাজই প্রয়োজনীয়। তাহা ছাড়া কাজ নিজেই একটি মর্যাদা। এই জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র এবং মহাত্মা গান্ধীসহ সমাজ সংস্কারক ও দার্শনিকগণ শ্রমের মর্যাদার বিশিষ্ট সমর্থক।

এই পৃথিবীতে যাহাদের প্রাণ আছে, তাহাদের প্রত্যেকের খাদ্যের প্রয়োজন হয়। কাহারো মতে, পৃথিবী নামক এই গ্রহে প্রাণীর সংখ্যা ৮০ হাজার। স্থলভাগে ৪০ হাজার, আর পানিতে ৪০ হাজার। এই ৮০ হাজার প্রাণিজগতের পানাহারের দায়িত্ব স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার। পবিত্র আল-কুরআনে বলা হইয়াছে: 'পৃথিবীতে বিচরণশীল সকল প্রাণীর রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলার' (সূরা: হুদ, আয়াত: ৬)।

তবে সকল প্রাণীর রিজিকের দায়িত্ব নেওয়ার অর্থ ইহা নহে যে, তিনি একসময় আসমান হইতে বনি ইসরাইলদের জন্য সরাসরি প্রদত্ত মান্না ও সালওয়ার মতো খাদ্য সকলের জন্য সরবরাহ করিবেন; বরং প্রাণীকে তাহার রিজিকের জন্য চেষ্টাচরিত্র করিতে হয়। এক কথায় শ্রম দিতে হয়। এই জন্য শ্রম হইল সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত মানবজাতির জন্য এক অমূল্য শক্তি ও সম্পদ। তাই মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে' (সূরা বালাদ ৪)।

বলা বাহুল্য, শ্রম ছাড়া পৃথিবীতে কোনো কিছুই অর্জন করা যায় না। শ্রমই হইল সকল উন্নয়ন ও উৎপাদনের চাবিকাঠি। যেই জাতি যত বেশি পরিশ্রমী, সেই জাতি তত বেশি উন্নত। উন্নত দেশসমূহ কাজ বা শ্রমের মর্যাদা দেয় বলিয়াই তাহারা আজ এত সফল ও অগ্রগামী।

মহানবি হজরত মুহাম্মদ সা. বলিয়াছেন যে, যে মানুষ যত অধিক কর্তব্যনিষ্ঠ, তাহার সফলতা তত বেশি। এই জন্য শ্রম বা কাজকে নবিদের সুন্নত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। প্রত্যেক নবিই জীবিকা নির্বাহের জন্য কোনো না কোনো কাজ করিয়াছেন। তাহারা অলস বসিয়া থাকেন নাই বা কাহারো দয়াসাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করেন নাই। তাহাদের কেহ কেহ ছিলেন কৃষিজীবী, কাঠমিস্ত্রি, কর্মকার, দরজি, ব্যবসায়ী, মেষ বা ছাড়ল-ভেড়ার রাখাল ইত্যাদি।

তাহারা নিজেরা স্বাবলম্বী ছিলেন এবং ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে কোনো বিনিময় গ্রহণ করেন নাই। একই কারণে মহানবির (সা.) সাহাবিরাও বিনা শ্রমের উপার্জনকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করিতেন। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নামাজ আদায়ের পরেই জমিনে ছড়াইয়া পড়িতেন তাহার অনুগ্রহ বা জীবিকা অন্বেষণের জন্য। কেননা তাহারা জানিতেন, জীবিকা অন্বেষণ করা (অপরাপর) ফরজ আদায়ের পর আরেকটি ফরজ' (আল হাদিস, মিশকাত, বায়হাকি)।

ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তির নিজ হাতের কাজ বা কামাই হইল উত্তম উপার্জন। এই জন্য ভিক্ষা করাকে নিরুৎসাহিত করা হইয়াছে। আর শ্রমিককে আখ্যায়িত করা হইয়াছে আল্লাহর বন্ধু হিসাবে। তাই শ্রম মানবজীবনের এক অপরিহার্য বিষয়। তবে শ্রম দিতে হইবে বুদ্ধিমত্তার সহিত। এই জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জন করিতে হইবে। কাজেকর্মে সততা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হইবে। সর্বোপরি শ্রমের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য কামনা করিতে হইবে সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ। কারণ জীবন-জীবিকার মালিক তিনিই। এই জন্য নামাজ আদায়কালে প্রত্যেক ওয়াক্তের প্রত্যেক রাকায়াতে সুরা ফাতিহায় আমরা বলিয়া থাকি 'আমরা কেবল আল্লাহর ইবাদত করি এবং তাহার নিকটই সাহায্য চাই।'

অতএব, আমরা যদি সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়া ও ভরসা রাখিয়া পরিশ্রম করি, তাহা হইলে সাফল্য আমাদের ধরা দিবেই। কেননা তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে 'বিগাইরি হিসাব' বা হিসাবের বাহিরেও ধনসম্পদ বা মানমর্যাদা-প্রতিপত্তি ইত্যাদি প্রদান করিয়া থাকেন। তাই সকল শ্রম ও বৈধ পেশার প্রতি আমরা সম্মান বজায় রাখিয়া চলিব এবং কঠোর পরিশ্রম করিব-ইহাই হউক আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।

• • • • • • • • • • • • •

লেবাননে যে মিছিল ইসরায়েলের কাছ থেকে জয় ছিনিয়ে এনেছে

দুই সপ্তাহ ধরে দক্ষিণ লেবাননের মানুষ হাতের মুঠোয় জীবন নিয়ে তাঁদের ঘরবাড়ি ও জমিতে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। স্থানীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক কোনো পক্ষই ইসরায়েলকে দখল করা অঞ্চল থেকে সরাতে পারেনি। এরপর লেবাননের সাধারণ মানুষই এ উদ্যোগ নেন। সে সম্পর্কে লিখেছেন **হিচাম সাফিইদ্দিন...**

দুই সপ্তাহ ধরে দক্ষিণ লেবাননের মানুষ হাতের মুঠোয় জীবন নিয়ে তাঁদের ঘরবাড়ি ও জমিতে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। স্থানীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক কোনো পক্ষই ইসরায়েলকে দখল করা অঞ্চল থেকে সরাতে পারেনি। এরপর লেবাননের সাধারণ মানুষই এ উদ্যোগ নেন।

২৬ জানুয়ারি রোববার প্রথম ইসরায়েলি বাহিনী নিরস্ত্র জনগণের ওপর গুলি চালায়। এতে অন্তত ২২ জন নিহত হন এবং ১২০ জনের বেশি আহত হন। কিন্তু জনগণের অটল সংকল্প ও আত্মত্যাগে ইসরায়েলি বাহিনী অধিকাংশ সীমান্তবর্তী গ্রাম থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়।

এই প্রতিরোধ করতে গিয়ে লেবাননের মানুষকে কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে। তবে এটি আবারও প্রমাণ করেছে–ইসরায়েলি দখলদারির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের শক্তিই সবচেয়ে কার্যকর পথ।

নভেম্বরের শেষ দিকে শুরু হওয়া ৬০ দিনের যুদ্ধবিরতির সময় হিজবুল্লাহ ইসরায়েলি বাহিনীর বিরুদ্ধে কোনো হামলা চালায়নি এবং তাদের কোনো সামরিক উপস্থিতিও দেখা যায়নি। কিন্তু এর বিপরীতে ইসরায়েল লেবাননের সঙ্গে স্বাক্ষরিত যুদ্ধবিরতি চুক্তি শত শতবার লঙ্ঘন করেছে। তারা লেবাননের আকাশে ড্রোন উড়িয়েছে, সাধারণ মানুষকে অপহরণ ও হত্যা করেছে এবং বিভিন্ন স্থাপনা ধ্বংস করেছে।

এখনো তারা এসব অন্যায় কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু কেউ তাদের জবাবদিহির মুখোমুখি করছে না। ইসরায়েলের এই উসকানিমূলক আচরণে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোও পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছে। লেবাননে মোতায়েন জাতিসংঘের অন্তর্বর্তীকালীন বাহিনী (ইউনিফিল), যারা ইসরায়েলের হামলা থেকে লেবাননকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে, তারা বরং হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্র করার দিকে মনোযোগ দিয়েছে। ইউনিফিল এক বিবৃতিতে দাবি করেছে, যুদ্ধবিরতির সময় দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লাহর এক শরও বেশি গোপন অস্ত্র কেন্দ্র পাওয়া গেছে।

এই যুদ্ধবিরতি চুক্তি করতে সাহায্য করা দুই দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স ইসরায়েলকে তার জবাবদিহি করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফ্রান্স অন্তত লেবাননের সার্বভৌমত্বের কথা বলেছে। যুক্তরাষ্ট্র তা-ও বলছে না। তারা উল্টো লেবাননের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। তারা ইসরায়েলের দীর্ঘমেয়াদি দখলদারির ভয় দেখিয়ে লেবাননে দ্রুত নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য চাপ দিয়েছে, যাতে দেশটিকে যুক্তরাষ্ট্রের নীতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া যায়। এই চাপের ফলে দ্রুত একজন প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু নতুন সরকার গঠনের প্রক্রিয়া এখনো থমকে আছে, কারণ বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দল মন্ত্রিত্ব পাওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। নতুন সরকার সশস্ত্র প্রতিরোধের বিষয়ে কী অবস্থান নেবে এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব ১৭০১ কার্যকর হবে কি না, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় বিতর্কের বিষয়।

যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত লেবানন ফোর্সেস দলের নেতারা দ্রুত জাতিসংঘের ১৭০১ নম্বর প্রস্তাবের পক্ষপাতদুষ্ট মার্কিন ব্যাখ্যা মেনে নেয়। তারা চেয়েছিল শুধু লিতানি নদীর দক্ষিণেই নয়, বরং লেবাননজুড়ে হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্র করা হোক।

এদিকে হিজবুল্লাহ যখন লেবাননের সাবেক সেনাপ্রধানকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচনের দাবি মেনে নেয়, তখন অনেকে মনে করতে থাকে, সংগঠনটি দুর্বল হয়ে পড়েছে। এমনকি এ গুজবও ছড়িয়ে পড়ে যে ইসরায়েল ৬০ দিনের সময়সীমা শেষ হওয়ার পরও লেবানন দখল করে রাখতে চায়।

কিন্তু সপ্তাহান্তে পরিস্থিতি বদলে যায়। সাধারণ মানুষ হঠাৎ করে সংগঠিত হয়ে দক্ষিণ লেবাননে নিজেদের ঘরে ফিরে যেতে শুরু করে। এটি ইসরায়েলের পরিকল্পনাকে ভেস্তে দেয়। লেবাননের সেনাবাহিনী (যাদের ইসরায়েলি বাহিনীর বিরুদ্ধে রক্ষাকর্তা হিসেবে মনে করা হতো) এবার সাধারণ মানুষের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছে। নিরস্ত্র নারী-পুরুষদের ইসরায়েলি ট্যাংকের সামনে দাঁড়িয়ে যাওয়ার দৃশ্য অনেককে ২০০০ সালের মুক্তির সময়ের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।

কংগ্রেসের সমর্থনে সরকার গড়ে মুখ্যমন্ত্রী হলেও ৪৯ দিনের বেশি কেজরিওয়াল সরকার চালাতে পারেননি। এক বছর রাষ্ট্রপতি শাসন জারি থাকার পর ২০১৫ সালের ভোটে আপ দখল করে ৬৭টি আসন, ৫ বছর পর ২০২০ সালে ৬২। বিজেপি পেয়েছিল যথাক্রমে ৩ ও ৮টি আসন। কংগ্রেস দুবারই শূন্য। সেই কেজরিওয়ালকে হারাতে বিজেপি এবার তাঁকেই দুর্নীতিবাজ আখ্যা দিয়ে ময়দানে নেমেছে। একদিকে আবগারি (মদ) মামলা, অন্যদিকে ৪০ কোটি টাকা খরচ করে মুখ্যমন্ত্রীর আবাস নির্মাণ। এই জোড়া আক্রমণের মাঝে রয়েছে কেন্দ্র-মনোনীত

এখন এই ঘটনাকে লেবাননের 'তৃতীয় মুক্তি' বলা হচ্ছে (২০০০ ও ২০০৬ সালের পর)। তবে এই ফিরে আসা স্থায়ী হবে কি না, তা এখনো অনিশ্চিত।

মানুষ ফেরার মাত্র দুই দিন পর ইসরায়েল নাবাতিয়েহ শহরে বিমান হামলা চালিয়ে ২৪ জনকে আহত করেছে। ইসরায়েলি বাহিনী এখনো কিছু সীমান্তবর্তী গ্রামে অবস্থান করছে। কারণ, ট্রাম্প প্রশাসন তাদের ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত থাকার অনুমতি দিয়েছে।

এই পরিস্থিতি লেবাননের দক্ষিণ অংশকে সব সময় যুদ্ধের আতঙ্কে রাখছে। ওয়াশিংটন সম্ভবত এই অনিশ্চয়তাকে কূটনৈতিক চাপ হিসেবে ব্যবহার করবে, যাতে তারা লেবাননের নতুন সরকার ও পুনর্গঠনের পরিকল্পনায় নিজেদের শর্ত চাপিয়ে দিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা এই সহায়তাকে এমনভাবে ব্যবহার করতে চায়, যাতে লেবাননের জনগণের রাজনৈতিক চেতনা থেকে সশস্ত্র প্রতিরোধের ধারণাকে আলাদা করা যায়।

এদিকে দেশীয় ব্যবসায়ী চক্রগুলোও ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কারের নামে অতিরিক্ত অর্থ কামিয়ে নেওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

সম্প্রতি হিজবুল্লাহর নতুন সেক্রেটারি জেনারেল নায়েম কাসিম তাঁর দলের পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে স্পষ্ট কিছু বলেননি। তিনি বলেছেন, যত দিন দখলদারি থাকবে, তত দিন প্রতিরোধের অধিকার থাকবে। তবে তিনি নতুন সামরিক অভিযান শুরু করার কথা বলেননি।

এর পরিবর্তে তিনি সব দায় লেবাননের সরকার এবং সেনাবাহিনীর ওপর চাপিয়ে দেন। এটি একটি দ্বিধাগ্রস্ত নীতি।

লেবানন সরকারের পক্ষ থেকে দখলদারি শেষ না করার ব্যর্থতা প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরবে। তবে হিজবুল্লাহর দীর্ঘদিনের প্রতিরোধহীনতা তার সক্ষমতার প্রতি আস্থা আরও কমিয়ে দেবে।

এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, সবাই জনগণের প্রতিরোধের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে।

মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

হিচাম সাফিইদ্দিন ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক।

বিশ্বজুড়ে দাপট দেখাচ্ছে লা নিনা, এবার গরম হবে দীর্ঘস্থায়ী

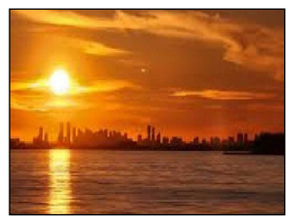

আপনজন: জানুয়ারি থেকেই মুখ ফিরিয়েছে শীত। সেখানে ধীরে ধীরে নিজের রাজত্ব কায়েম করছে গরম। যেসময় বিশ্বের বিভিন্ন অংশে শীতের দাপট থাকে সেই সময় থেকেই শুরু হয়েছে তাপের খেলা। ২০২৫ সালে যে শীতল লা নিনা দেখার আশার ছিল গোটা বিশ্ব সেখানে এবার উল্টো ফল হতে চলেছে।

ইউরোপের আবহবিদরা মনে করছেন এবার জানুয়ারি মাসের শেষ থেকেই গরম পড়তে শুরু করেছে। নাসার এক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জানিয়েছেন বিশ্ব উষ্ণায়নের সঙ্গে পেরে ওঠেনি লা নিনা। তাই নিজের স্বাভাবিক গতি হারিয়ে সে ধীরে ধীরে উল্টো রাস্তা ধরেছে।

সমীক্ষা থেকে দেখা গিয়েছে জানুয়ারি মাসে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে গড় তাপমাত্রা ০.০০৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি রয়েছে। এর আগেও এমন উদাহরণ রয়েছে। তবে এবার যেন একটু বেশি দ্রুত গরমের দেখা মিলেছে।

নাসার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তন হচ্ছে এটা সঠিক। তবে এই ধরণের পরিস্থিতি বিগত ২০ বছর পর সামনে এসেছে।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রবাহ বাড়ছে। কয়লা, স্বাভাবিক গ্যাসের যে অংশ বাতাসে মিশছে তা থেকে তৈরি হয়েছে নতুন সমস্যা। লা নিনা যে বিশেষভাবে নিজের কাজ করতে পারল না তাতে আগামীদিনে গরম অনেক বেশি বাড়বে।

প্রশান্ত মহাসাগর থেকে যে শীতল বাতাসের প্রবাহ আসার কথা ছিল সেখান থেকে সে এবার উল্টোদিকে বইতে শুরু করেছে।

এল নিনোর প্রভাবে যেখানে স্বাভাবিকের থেকে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। সেখানে সকলের মনে অনুমান ছিল লা নিনার প্রভাবে শীতের সময় অনেক বেশি স্থায়ী হবে। তবে সেটা হয় নি।

২০২৪ সালে পৃথিবী এমনিতেই তার সর্বোচ্চ গরম দেখেছে। রেকর্ড তৈরি হয়েছে।

আর এবার লা নিনার এই উল্টো প্রভাবের ফলে চলতি বছরে গরম শুধু বেশি পড়বে তাই নয়। সেখানে তাপমাত্রার প্রভাব অনেক বেশি হবে। গরম এবার অনেক বেশি আগে এসেছে তাই এর সময় হবে অনেকটাই দীর্ঘ।

ভ্যানচালক বিজু আর রাস্তার লোকজন

সোনা বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের দেশের মানুষ নিজেদের প্রগতিশীল, সমাজ সচেতন,সাচ্চা ইত্যাদি বলে মনে করে। কিন্তু আসলে আমরা কি'রকম? নীচের ঘটনাটা আমাদের চরিত্রের আসল রূপটাকে তুলে ধরে।

ঘটনাটা সবার কাছেই খুব তুচ্ছ,যা মানুষের নজর এড়িয়ে যায়। কিন্তু আমাদের সমাজকে সঠিক এবং গভীরভাবে চিনতে হলে এর মূল্য অসীম। ছেলেবেলায় বাপ-হারানো আর বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে বিজু। বিজুর বয়স ১৬ বছর। গায়ের রং ময়লা এবং রোগা চেহারার বিজুকে দেখতেও লাগে বোকা-বোকা। বেশি লেখাপড়া না শেখায়,ভাগ্য দোষে সে একটা মাল বওয়া সাইকেল ভ্যান চালিয়ে মানুষের বিভিন্ন জিনিষ নানা জায়গায় পৌছে দেয়। সেদিন একজন সব্জিওয়ালার কিছু সব্জি বাজারে পৌছে দেওয়ার পর খালি ভ্যান নিয়ে সে কোথাও যাচ্ছিল। রাস্তায় ভ্যান নিয়ে সে ট্র্যাফিক জ্যামের মধ্যে পড়ে গেল। তখন তার সামনে এবং পিছনে অনেক গাড়ি। সব ড্রাইভারই এমনভাবে লাগালাগি করে গাড়ি দাঁড়

আমাদের দেশের মানুষ নিজেদের প্রগতিশীল, সমাজ সচেতন,সাচ্চা ইত্যাদি বলে মনে করে। কিন্তু আসলে আমরা কি'রকম? নীচের ঘটনাটা আমাদের চরিত্রের আসল রূপটাকে তুলে ধরে।

করিয়েছিল যে, সামনের গাড়ির সঙ্গে কোনও ফাঁক ছিল না। একমাত্র বিজুর গাড়ির সামনে প্রায় দুই-আড়াই ফুট মত ফাঁক ছিল। পিছন থেকে সবাই বিজুর উদ্দেশ্যে খুব কর্কশভাবে চিৎকার করতে লাগল, "অ্যাই,সামনে তো জায়গা রয়েছে, গাড়িটা এগোতে পারছিস না, দেখছে জ্যাম আর উনি তামাশা দেখছেন"। এইরকম যে, যেভাবে পারল বিজুকে ধমকাতে লাগল।

একজন জিনস প্যান্ট পরা, পেটা চেহারার যুবক বিজুর সামনে এসে একটা চড় দেখিয়ে রুক্ষভাবে বলে উঠল, 'একটা চড়ে তোমার গাল ঘুরিয়ে দেব, এগো সামনে'। ভয়ে বিজু ভ্যানটা সামনে টেনে নিল। ফলে তার সামনের গাড়ির সঙ্গে আর কোনও ফাঁক রইল না।একটু পরেই কয়েকজন সিভিক ভল্যানটিয়ার জ্যাম ছাড়াবার জন্য ছুটে এলো। জ্যামের একদম সামনে এসে ওরা দেখল যে, এই মুহূর্তে জ্যাম ছাড়াতে গেলে সব গাড়িরই একটু করে পিছিয়ে যাওয়ার দরকার। কিন্তু পিছাবে কি করে ? গাড়িগুলোর পরস্পরের মধ্যে তো কোনও ফাঁক নেই। ভল্যানটিয়াগুলো ছুটে বিজুর সামনে গিয়ে,ওকে ঝাড়তে লাগল, "শয়তান কোথাকার,ফাঁকটা তুই নষ্ট করতে গেলি কেন ? ওটা থাকলে তো সব গাড়িগুলোই একটু করে পিছোতে পারত"। একজন বলল, "একেবারে বদের ধাড়ি"। একজন একটা চড় দেখিয়ে খুব রুক্ষভাবে বলে উঠল, " মেরে তোমার গাল লাল করে দিতে হয়"। যারা বিজুকে ভ্যান এগোতে বলছিল,তারাও চিৎকার করে উঠল, "এক নম্বরের ত্যাঁদড় , যেমন দেখতে,তেমনি দুষ্টু বুদ্ধি"। দূর থেকে দেখে কোনও তৃতীয় ব্যক্তির মনে হতে পারে, 'ছেলেটা করুক তাতেই দোষ, সে সামনে এগোলেও দোষ, পিছনে গেলেও দোষ। সবেতেই মানুষ তাকে তিরস্কার করে। আর, একজন তার বিরুদ্ধে কিছু বললে সবাই তাতে তাল মেলায়। এই ঘটনার চরিত্ররা

ঘটনাটা ছোট্ট এবং অতি তুচ্ছ হলেও আমার কাছে এর মূল্য অপরিসীম। বাস্তবে এই ঘটনা আমাদের সমাজটাকে চিনিয়ে দেয় যে,আমরা কি'রকম অন্ধের মত একজন কমজোরের ওপর দোষ চাপাই এবং গরম নিই,সে যা'ই করুক তাতেই দোষ, সে সামনে এগোলেও দোষ, পিছনে গেলেও দোষ। সবেতেই মানুষ তাকে তিরস্কার করে।

নিশ্চয় বদ এবং অবশ্যই কোনও গুরুতর অপরাধ করেছে ,নয়ত সবাই মিলে তাকে এ'রকম তিরস্কার করতে যাবে কেন "? ঘটনাটা কোনও রূপকথার কাহিনী নয়, বরং শহরের রাজপথে ঘটে যাওয়া অতি নির্মম একটি সত্য ঘটনা।

ঘটনাটা ছোট্ট এবং অতি তুচ্ছ হলেও আমার কাছে এর মূল্য অপরিসীম। বাস্তবে এই ঘটনা আমাদের সমাজটাকে চিনিয়ে দেয় যে,আমরা কি'রকম অন্ধের মত একজন কমজোরের ওপর দোষ চাপাই এবং গরম নিই,সে যা'ই কেউ অশিক্ষিত নয়।এক জায়গায় বসলে এরা নানারকম ন্যায় -অন্যায়ের সমালোচনা করে, দুর্নীতি-পরায়ণ তথা ঘুষখোর নেতা, মন্ত্রী, আমলা এবং কর্মচারীদের নিন্দা করে। কিন্তু এইভাবে কোনও কমজোরকে একজন কেউ দোষারোপ করতে শুরু করলে সবাই তাতে যোগ দেয়। আর এর শিকার হয় বিজুর মত কিছু কমজোর অভাগারা।এটাই আমাদের দেশের সচেতন (!) তথা প্রগতিশীল বলে পরিচিত এক বিরাট সংখ্যক মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট । কবে আমরা এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারব ?

প্রথম নজর

নস্য শেখদের ভূমিপুত্র স্বীকৃতি ও উন্নয়নের দাবিতে গণ ডেপুটেশন

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ নস্য শেখ উন্নয়ন পরিষদের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে ভূমিপুত্র স্বীকৃতি ও উন্নয়নের বিভিন্ন দাবিতে বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় জেলা শাসকের দপ্তরে গণ ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি পেশ করা হয়, যা মূলত নস্য শেখ সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে করা হয়েছে।

সংগঠনের মূল দাবিগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল তাদের সরকারি স্বীকৃতি ও তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা। এছাড়া সংখ্যালঘু ও অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়ের জন্য সরকারি নীতির বাস্তবায়নের দাবি জানানো হয়। এনআরসি ও সিএএ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সংগঠনটি জানায়, এই আইনগুলি প্রয়োগ হলে বহু মানুষ অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়নের দাবি তুলে ধরে কেন্দ্রীয় কার্যকরী সভাপতি মোঃ সারওয়ারদি সরকারি বিদ্যালয় ও হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের আহ্বান জানায়। তিনি আরো বলেন পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রে সহায়তা, রেশন কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান এবং উত্তরবঙ্গে এইমস হাসপাতাল নির্মাণের দাবিও জানানো হয়। এছাড়াও প্রবীণদের জন্য মাসিক ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধভাতা চালুর প্রস্তাব রাখা হয়। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বজলুর রহমান, কার্যকরী সভাপতি মোঃ সারওয়ারদি, ওলামা পরিষদের জেলা সভাপতি মাওলানা সাইদুর রহমান, জেলা কমিটির চেয়ারম্যান আনাম আলী, সহ আরো অনেকেই।

মেমারি জামিয়ায় খতমে কুরআন, খতমে বুখারি

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও লেখক জনাব হাফেজ গোলাম আহমাদ মোর্তজা (রহ.) প্রতিষ্ঠিত বহুমুখী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামিয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলূম মেমারিতে বৃহস্পতিবার সম্পন্ন হয় খতমে কুরআন ও খতমে বুখারীর বরকতপূর্ণ অনুষ্ঠান। বুখারী শরীফের শেষ হাদীসের পাঠদান করেন প্রধান অতিথি প্রখ্যাত ইসলামি স্কলার ও পশ্চিমবঙ্গের আমীরে শরীয়ত মাওলানা মঞ্জুর আলম কাসেমী। উল্লেখ্য, সারা বাংলায় সর্বপ্রথম এখান থেকেই সূচনা হয় মাওলানা, মুফতী, ক্বারী ও আরবি সাহিত্যের ক্লাস। চলতি শিক্ষাবর্ষে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ১২৯ জন ছাত্র ফারেগ হবেন। প্রধান অতিথির দোয়ার মাধ্যমে এ দিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। মহতী ওই অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জামিয়ার অধ্যক্ষ ক্বারী শামসুদ্দীন আহমাদ , সম্পাদক মাওলানা কাজী ইয়াসীন, শাইখুল হাদীস মাওলানা আমানাতুল্লাহ কাসেমী, এ রাজ্যের নায়েবে আমীরে শরীয়ত মাওলানা হাজিবুদ্দীন খান প্রমুখ।

বিরোধী শিবিরে ভাঙন ধরাল তৃণমূল কংগ্রেস

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের নিমতিতা অঞ্চলে বিরোধী শিবিরে ভাঙ্গন ধরালো তৃণমূল কংগ্রেস।

সামশেরগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম নেতা সামিউল হকের নেতৃত্বে বুধবার বিকেলে সামশেরগঞ্জের কামালপুর এলাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন নিমতিতা অঞ্চল কংগ্রেসের ওয়াকিং প্রেসিডেন্ট মনিরুজ্জামান ওরফে মিলন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়াই করে পরাজিত কংগ্রেস প্রার্থী ইউনুস শেখ সহ বেশ কিছু কর্মী সমর্থক। নবাগতদের হাতে ঘাসফুল শিবিরের পতাকা তুলে দিয়ে দলে স্বাগত জানান সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম। এসময় ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা সামিউল হক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে সামিল হতে এবং আগামী ২০২৬ সালের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়লাভ করানোর উদ্দেশ্যেই বিরোধী শিবির থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন বলেই জানান নবাগতরা। এদিন যোগদানের পাশাপাশি কামালপুর গ্রামে একটি কালভার্টেরও উদ্বোধন করেন বিধায়ক আমিরুল ইসলাম। ঈদগাহ এবং কবরস্থানে যাওয়ার পাশাপাশি এলাকাবাসীর সুবিধার্থে কালভার্ট নির্মাণ হওয়ায় খুশি এলাকাবাসী।

বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক সাগরে

আসিফা লস্কর ● সাগর

আপনজন: ভোট আসে ভোট যায় ভোটের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এলাকার উন্নয়নের কাজে একাধিক প্রতিশ্রুতি এলাকাবাসীদের দেয় রাজনৈতিক দলের নেতারা। কিন্তু ভোট মিটে গেলে এলাকার উন্নয়ন সেই পড়ে থাকে তিমিরে। জীবন ঝুঁকি নিয়ে বেহাল রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে এলাকাবাসীদের। মনুষ্য রোগীদের কার্যত দোলালা কিংবা চ্যাংদোলা করে চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার জন্য নিয়ে হয় মূল রাস্তায়। রাস্তার অবস্থা এতটাই করুন রাস্তাতে যায় না কোন যানবাহন থেকে শুরু করে অ্যাম্বুলেন্স। বারবার প্রশাসনকে বলেও কোন লাভই হয়নি অবশেষে বাধ্য হয়ে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। বৃহস্পতিবার গঙ্গাসাগরের রুদ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কমলপুর তিন রাস্তার মোড় থেকে অনুপ দাসের বাড়ি পর্যন্ত দীর্ঘ ৫০০ থেকে ৬০০ মিটার রাস্তা বেহাল। মাটি ও ইটের রাস্তা কার্যত মৃত্যু ফাঁদ হয়ে গিয়েছে। কোথাও নেই কোন ইঁট কোথাও নেই বা কোন মাটি কোথাও রাস্তা সংকীর্ণ কোথাও বা বড় বড় গর্ত। বেহাল রাস্তা থাকার কারণে প্রায় সময় এই রাস্তায় দুর্ঘটনা নিত্যদিনের সঙ্গী গ্রামবাসীদের। এই রাস্তা থেকে এলাকার ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যেতে হয় রাস্তা বেহাল থাকার কারণে সমস্যায় পড়তে হয় স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের। বর্ষার সময় এই রাস্তা যেন মৃত্যু গহবর হয়ে ওঠে। এমনকি রাস্তা সংস্কার নাহলে ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি দিয়েছে এলাকাবাসীরা। এ বিষয়ে এক বিক্ষোভকারী মহিলা গৌরী ভুই তিনি জানান, রাস্তার বেহাল দশার কারণে স্কুল কলেজে যেতে পারছে না ছাত্রছাত্রীরা রাস্তায় এতটাই বেহাল রাস্তার মধ্যে চলাচল করে না টোটো এমন কি অ্যাম্বুলেন্স এই গ্রামের মধ্যে ঢোকে না। ভোট আসে ভোট যায় কিন্তু আমাদের রাস্তার হয় না। এবার আমাদের রাস্তা না হলে আমরা ভোট বয়কট করব। বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবি নিয়ে রাজ্য সরকারকে বিঁধতে ছাড়লেন না বিরোধী দলের নেতা ডঃ অনুপ কুমার দাস। তিনি জানান, ভোট আসে ভোট যায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায় নেতারা যে রাস্তা হবে কিন্তু রাস্তা হয় না। তার অন্যতম কারণ ওই রাস্তা করার জন্য কাটমানি পাওয়া যাবে না। ওই রাস্তা এতটাই বেহাল অ্যাম্বুলেন্স তো ঢুকেই না এর ফলে অসুবিধার মধ্যে পড়তেই হয় প্রসূতি মায়েদের। গ্রামবাসীরা যে ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছে ওই রাস্তা যদি না অবিলম্বে না হয় তাহলে আমরাও ভোট বয়কটের ডাক দেবো। যদিও বিরোধীদের সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে গঙ্গাসাগর বকখালি ডেভলপমেন্ট অথরিটির ভাইস চেয়ারম্যান তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য সন্দীপ কুমার পাত্র তিনি জানান, বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে, আমরা পথশ্রী প্রকল্পে ওই রাস্তা কংক্রিটের নির্মাণের জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছি, অবিলম্বে হয়ে যাবে ওই রাস্তা। গঙ্গাসাগর মেলা থাকার কারণে গঙ্গাসাগরের উন্নয়নের বেশ কিছু কাজ থমকে রয়েছিল। মেলা শেষ হয়ে গিয়েছে অবিলম্বে এলাকার উন্নয়নের কাজ দ্রুত শুরু করা হবে।

বনগাঁয় আইএসএফ বিধায়ক নওশাদের অভিযোগ

ভোটের ফায়দার জন্য বাংলাদেশের ঘটনাকে ইস্যু করছেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: ভোটের ফায়দার জন্য বাংলাদেশের ঘটনাকে ইস্যু করছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁয় এক অনুষ্ঠানে এই অভিযোগ করলেন আইএসএফ বিধায়ক পীরজাদা নওশাদ সিদ্দিকী।

নওশাদ বলেন, তিনি বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী ভোটের ফায়দা লোটার জন্য বাংলাদেশের ঘটনাবলিকে ইস্যু করছেন। তিনি ওদেশে কাঁচামাল পাঠাতে সরকারকে বারণ করছেন। অথচ আদানিদের বিদ্যুৎ রপ্তানি করা নিয়ে নিশ্চুপ। শিল্পপতিদের সঙ্গে বিজেপি নেতৃবৃন্দের গাঁটছড়া কত গভীর সেটা এই ঘটনাতেই বোঝা যাচ্ছে। তিনি বিজেপি'র হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির কঠোর সমালোচনা করে বলেন, মহাকুম্ভ মেলায় সাধারণ গরীব হিন্দুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারছে না। শুধু তাদের ভোট ব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করছে।

তিনি বলেন, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষদের অধিকারের কথা বলে আইএসএফ। তার জন্যই শাসকদলের লাগাতার বাধা বিপত্তি দলকে সহ্য করতে হচ্ছে। তাই শহীদ মিনারে সভা করতে বাধা দিতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলকেও হাই কোর্টে ছুটতে হচ্ছে। আইএসএফ শাসকদলের দলের ভুলত্রুটি, দুর্নীতি মানুষের সামনে তুলে ধরছে বলেই এই পরিস্থিতি। কিন্তু আইএসএফ এই পথেই চলবে।

উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁয় এক অনুষ্ঠানে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে একথা বলেন দলের চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে শুরু করে শিক্ষা ব্যবস্থা আজ গভীর সঙ্কটে। সরকারী হাসপাতালগুলিতে দালালরাজ চলছে। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে নানান দুর্নীতির খবর আসছে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভার মধ্যে স্বীকারও করেছেন। ৭০ লক্ষ মানুষ নাকি পরিষেবা পেয়েছে এবং ১০ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এটা অভাবনীয় ব্যাপার। তিনি আরো বলেন, প্রাথমিক থেকে শুরু করে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ঠিক করতে হবে। কেন স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়ছে, সেটা খতিয়ে দেখতে হবে। কিন্তু রাজ্য সরকারের সেদিকে হুঁশ নেই। তারা শিল্প সম্মেলনের নামে প্রতি বছর মোচ্ছব করছে, তিনি ক্ষোভের সঙ্গে একথা বলে জানান, অথচ সাড়ে আট হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হবার মুখে। এতে ক্ষতি হবে মতুয়া দলিত, গরীব মুসলমান পরিবার, আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের। তিনি বলেন, মমতা ব্যানার্জির সরকার জনগনের করের টাকা খরচ নয়ছয় করছে। প্রতিবছর শিল্প সম্মেলন হচ্ছে। ১৭ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতির মাত্র পাঁচ শতাংশ বাস্তবায়িত হয়েছে। শিল্প নিয়ে ধাপ্পাবাজী আর কত দিন চলবে, তিনি প্রশ্ন তোলেন।

বনগাঁর নীলদর্পণ মাঠে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। প্রায় ২০০ জন মানুষের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন আইএসএফের রাজ্য কমিটির কার্যকারী সভাপতি সামসুর আলি মল্লিক। অনুষ্ঠানে আইএসএফের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দামোদর নদীর উপর নতুন শিল্প সেতু নির্মাণের প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক

এম এস ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: খণ্ডঘোষ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের অফিসে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে দামোদর নদীর উপর নতুন শিল্প সেতু নির্মাণের বিষয়ে আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান সদর সাউথ মহাকুমা শাসকের নির্দেশে বৃহস্পতিবার দুপুরে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মহাকুমা শাসকের প্রতিনিধি তথা ডিএমডিসি সর্বজিৎ তামাং, বিডিও অভীক কুমার ব্যানার্জি, খণ্ডঘোষ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর সফিকুল ইসলাম, খণ্ডঘোষ থানার ওসি পঙ্কজ নস্কর, ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক অনিন্দ্য বিশ্বাসসহ পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন কর্মাধ্যক্ষ, প্রধানরা। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বর্তমান বেহাল কৃষক সেতুর পাশেই নতুন শিল্প সেতু তৈরি করা হবে, যা এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবে এবং শিল্প বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তবে সেতু নির্মাণের জন্য নদীর তীরবর্তী কিছু অবৈধ নির্মাণ অপসারণ করা প্রয়োজন।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগেই এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দোকানদার ও নির্মাণ মালিকদের নোটিশ পাঠানো হয়েছিল।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, সমস্ত নির্মাণ সরানোর জন্য আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছে।

প্রশাসন জানিয়েছে, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সমস্ত নির্মাণ অপসারণ করা হলে আনুমানিক মাস দুয়েকের মধ্যেই নতুন শিল্প সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু হবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়েছে, যাতে দ্রুততার সাথে নির্মাণ প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব হয়।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞান বিভাগের জাতীয় সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান বিভাগ সফলভাবে তাদের প্রথম জাতীয় সম্মেলন "Emerging Trends in Biological Sciences (ETBR) 2025" সম্পন্ন করেছে, যা ভারতের জৈবপ্রযুক্তি বিভাগ, কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা স্পন্সরড একটি দ্বি-দিবসীয় ইভেন্ট। ৫-৬ ফেব্রুয়ারি, অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। তার উদ্বোধনী ভাষণে উপাচার্য একাডেমিক নেটওয়ার্কিংয়ের গুরুত্বের উপর জোর দেন এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশনার লক্ষ্যে তরুণ গবেষকদের উৎসাহিত করেন। মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক পারভীন আহমেদ আলম (রেজিস্ট্রার), অধ্যাপক নার্গিস আহমেদ (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের ডিন) এবং ড. মেহবুব হক (জীববিজ্ঞান বিভাগের প্রধান)। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী দেশজুড়ে তরুণ মনকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে এই ধরনের সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরেন।

উদ্বোধনী অধিবেশনে সম্মেলনের গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি প্রদর্শন করে একটি বিমূর্ত বই প্রকাশ করা হয়। বিশিষ্ট মূল বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কলকাতার আইআইসিবি থেকে অধ্যাপক নাহিদ আলী এবং বোস ইনস্টিটিউট থেকে অধ্যাপক সুজয় কুমার দাস গুপ্ত। সম্মেলনে দেশব্যাপী ১৫টিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭০ জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেন। জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, আইআইএসইআর কলকাতা, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় এবং এনআইএবি হায়দ্রাবাদ সহ বিভিন্ন নামীদামী প্রতিষ্ঠানের বারোজন বিশিষ্ট বক্তা তাদের অন্তর্দৃষ্টি এবং গবেষণা ভাগ করে নেন।

ডঃ জাকির, ডঃ সফদার, ডঃ মাসরুর, ডঃ সাদি, ডঃ হোদা এবং ডঃ কবিতার নেতৃত্বে আয়োজক কমিটি সফলভাবে অনুষ্ঠানটি সমন্বয় করেন, যা আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান বিভাগের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হবে।

আন্তর্জাতিক ক্বেরাত সম্মেলন ডোমকলে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদের ডোমকলে তৃতীয় আন্তর্জাতিক ক্বেরাত সম্মেলনের মাধ্যমে ডোমকল মহকুমার নিট উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রী দের পাশাপশি মাধ্যমিক সহ উচ্চমাধ্যমিক স্কুল বোর্ড ও মাদ্রাসা বোর্ডের প্রথম স্থান অধিকারী দের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করার পাশাপাশি ক্বেরাত প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন কারীদের পুরস্কৃত করা হয় এদিনের সম্মেলনের মাধ্যমে।পুরস্কার তুলে দেন অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস,সম্মেলন কমিটির সকল সদস্য সহ বিশিষ্ট সমাজসেবী আব্দুল আলীম বাপি বিশ্বাস,সামিম সেখ ওরফে রুবাই সহ আরো অনেক সমাজসেবীদের উপস্থিতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় এদিন। অল বেঙ্গল ইমাম-মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক ক্বেরাত সম্মেলন ডোমকল ব্লকের পি টি রসূল পুর মাঠে। জোহর এর নামাজের পর থেকে শুরু হয় পবিত্র অনুষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত হাফেজ ও ক্বারী সাহেবরা-পবিত্র কুরআন শরীফ থেকে বিভিন্ন আয়াত তেলাওয়াত করে শোনান। মাওলনা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস বলেন, মদিনা-মনোওয়ারার শায়েখ ক্বারী মুহাম্মদ মিক্বদাদ আস সায়িদ্য, মালোয়েশিয়ার শায়েখ ক্বারী আবদুল হাদি, উমর শিয়াজুলি, মিশরের ক্বারী আবদুর রজিক আশ-শিহাবী, ইন্দোনেশিয়ার ফাদলান জয়নুদ্দিন, ইরানের মুস্তাফা আল হুসাইনি, জাকার্তার ফারহান মুহাম্মদি, হরিয়ানার ক্বারী মাহমুদ খালিদ, গুজরাতের ক্বারী মুহাম্মদ সালমান সহ দেশ বিদেশের প্রখ্যাত ক্বারী সাহেবগণ এর ক্বেরাত করেন বলে জানান।

এদিনের পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত শোনার জন্য জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ ভিড় করেন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে,অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণেই নামাজ আদায় করেন মুসল্লিগণ।

বিধায়কের যাত্রাপালা

নকিব উদ্দিন গাজী ● মন্দিরবাজার

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা মন্দিরবাজার বিধানসভার বিধায়ক জয়দেব হালদার।

তিনি একাধারে যেমন বিধায়ক অন্যদিকে তিনি সুন্দরবন জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি, প্রত্যেকদিনই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দলীয় কাজ এবং জনগণের কাজ করে আসছে জেলের একমাত্র থেকে অন্য প্রান্তে দলীয় কাজকর্ম করতে হয় মিটিং মিছিল সবকিছু তেই তিনি উপস্থিত হতে হয়। তার মধ্যে দিয়েও বছরের বেশ কয়েকটা দিন ধরে যাত্রা শিল্পীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় সবকিছু সময় মতন করার পরে সন্ধ্যায় রিহার্সাল তারপরে মঞ্চস্থ করে যাত্রাপালা, তিনি একাধারে জনপ্রতিনিধি একাধারে যাত্রাশিল্পী বেশ কয়েকজন এলাকার ব্যক্তিদেরকে নিয়ে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে যাত্রাকে ধরে রাখার জন্য নিজেই মাঠে নেমে পড়েন। এলাকার মানুষ বিদায় হিসেবে যেমন চেনেন তেমন চেনেন যাত্রা শিল্পী হিসাবে তবে মাঝেমধ্যে নিজের বিধানসভা ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি বিধানসভাতে দলীয় লোকেদের অনুরোধে যাত্রা করতেও যেতে হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বইমেলায় বিনামূল্যে কুরআন বিলি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: 'আল কোরআন একাডেমী' লন্ডনের অনুবাদকৃত পবিত্র 'কোরআন মাজীদ' বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় ৬৬১ নং স্টলে। মেলার শুরু থেকেই দ্য কুরআন স্টাডি সার্কেলের স্টলে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদকৃত কুরআন গ্রহণ করার জন্য মানুষের ভিড় ও গভীর আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বইমেলার শুরুর দিন আল কোরআন একাডেমির লন্ডনের চেয়ারম্যান হাফেজ ড. হাফিজ মুনির উদ্দীন মনিরুদ্দিনের হাত দিয়ে ফিতে কেটে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনের পূর্বে কয়েক হাজার কোরআন বিতরণ করা হয় বলে জানিয়েছেন রাজ্যের কনভেনার মুহাম্মদ রাকিব হক।

প্রাইমারি স্কুল শিক্ষকের বিদায় সংবর্ধনা

সেখ আব্দুল আজিম ● চন্ডীতলা

আপনজন: হুগলির নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নবাবপুর মধ্যের পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অপূর্ব কোলের চাকরির মেয়াদ শেষে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চন্ডীতলা ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মলয় খাঁ, হুগলি জেলা পরিষদের সদস্য দেবযানী ব্যানার্জি শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ অঙ্কিতা, নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জাহাঙ্গীর মল্লিক, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক কাদের মল্লিক, পরিচালনা কমিটির সদস্য বৃন্দ এবং উক্ত বিদ্যালয় এর সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীরা। বিদায়ী প্রধান শিক্ষক কে মানপত্র ছাড়াও সকলের পক্ষ থেকে উপহার প্রদান করা হয়।

পিএফ সুবিধা বন্ধ করায় কর্মী বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: আচমকাই বন্ধ করে দেওয়া হল ইএসআই এবং পিএফ এর সুবিধা। প্রতিবাদে ধর্মঘটের পথে ১৭০ জন সাফাই কর্মী। এই ছবি হাওড়ার বালি পৌরসভার অন্তর্গত বেলুড়ের চাঁদমারি ভাগাড়ে। দীর্ঘ বছর ধরে এই ১৭০ জন সাফাই কর্মী এখানে কাজ করে আসছেন। য়িমিত তাদের বেতন ও নানা রকম সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আসতো টাইমটেক ও পি এস রাও কনস্ট্রাকশন। এই দুই সংস্থা যৌথভাবে কাজ করে আসছিল এই ১৭০ জন শ্রমিকদের নিয়ে। গত পয়লা ফেব্রুয়ারি আচমকা পি এস রাও কনস্ট্রাকশনের তরফে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। তাতে কর্মরত শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলা হয়, আপনারা আর আমাদের আওতাধীন নন। আপনারা বালি পৌরসভার হয়ে কাজ করবেন। শ্রমিকরা তাতে রাজিও হন। কিন্তু, বালি পৌরসভার তরফে বলা হয় আপনারা আর কোনও ইএসআই এবং পিএফ পাবেন না। পরিবর্তে, রাজ্য সরকারি প্রকল্পের নির্মল বাংলার আওতায় পড়বেন। তার জন্য দুটি বই করতে হবে। প্রতিটি বইয়ের জন্য দিতে হবে ২০২ টাকা করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে ধর্মঘটের পথে নেমেছেন ১৭০ জন শ্রমিক। তাদের দাবি না মেটা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শ্রমিকরা।

R.H. ACADEMY

Estd: 2016

স্বপ্ন সফলের সঠিক ঠিকানা

২০২৫-২৬ বর্ষে ছাত্রদের ভর্তি চলছে

ADMISSION OPEN FOR CLASS XI

Coaching Institute of Medical and Engineering

একাদশ শ্রেণি থেকেই মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোচিং করানো হয়

কলকাতা ও বারাসতের সুনামধন্য শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা নিয়মিত ক্লাস করানো হয়।

• • • • •

প্রতি সপ্তাহে বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা ও মক টেস্ট, ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাসের ব্যবস্থা

• • • • •

ছাত্রদের পড়াশোনা এবং থাকা খাওয়ার জন্য হস্টেলের সুব্যবস্থা

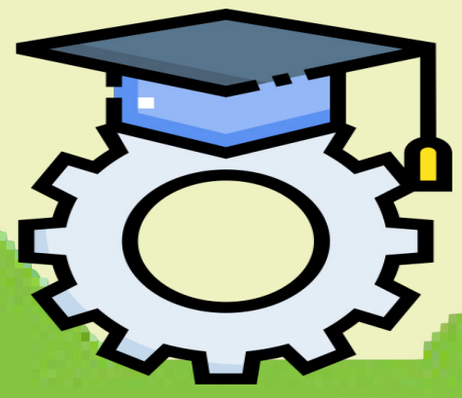

Call us

9073758397

Kazipara, Barasat, North 24 Parganas, Kolkata-700124

নামী, তবে দামি নয়

নিকটবর্তী ফার্নিচার দোকানে আজই খোঁজ করুন

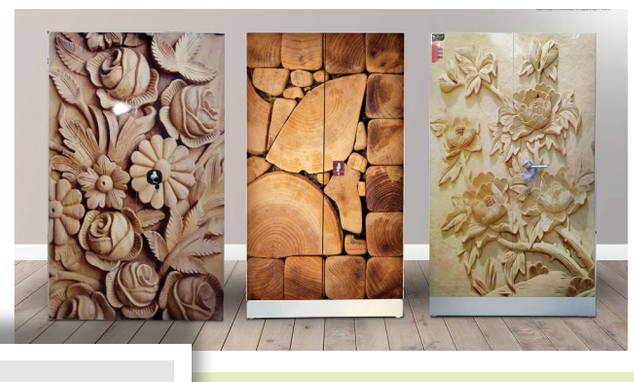

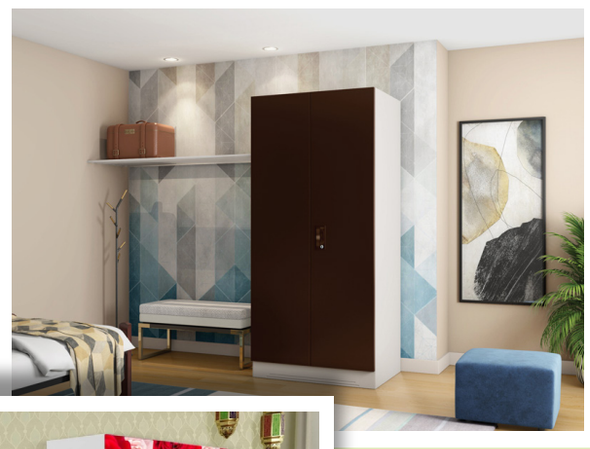

ডিজিটাল প্রিন্টেড আলমারি
নন-প্রিন্টেড কালার আলমারি

RIMEX
We Make Furniture For Needs

ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৭৩২৮৮০১১০

Since 2011

প্রিমিয়ার কোয়ালিটি
পাউডার কোটেড

কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হল

খাজিম আহমেদ-এর

অনন্য গ্রন্থ

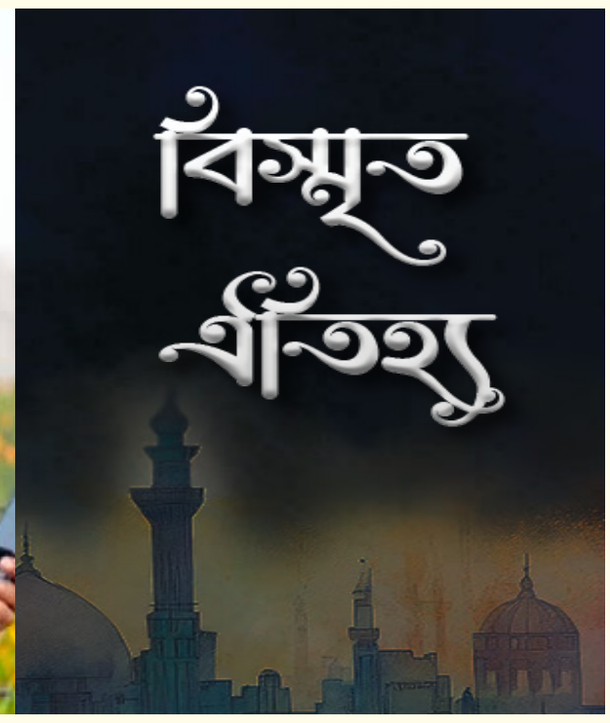

কলকাতা বইমেলায় পাওয়া যাচ্ছে

আপনজন পাবলিকেশন

আপনজন
বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
www.aponzonepatrika.com

স্টল নং:
৪০০
৭ ও ৮ নম্বর
গেটের কাছে

১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত হসপিটাল

(GNM নার্সিং ও Paramedical কোর্সে ভর্তির সুযোগ)

আশ শিফা হসপিটাল

ASHSHEEFA HOSPITAL

সহরার হাট ● ফলতা ● দক্ষিন ২৪ পরগণা

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

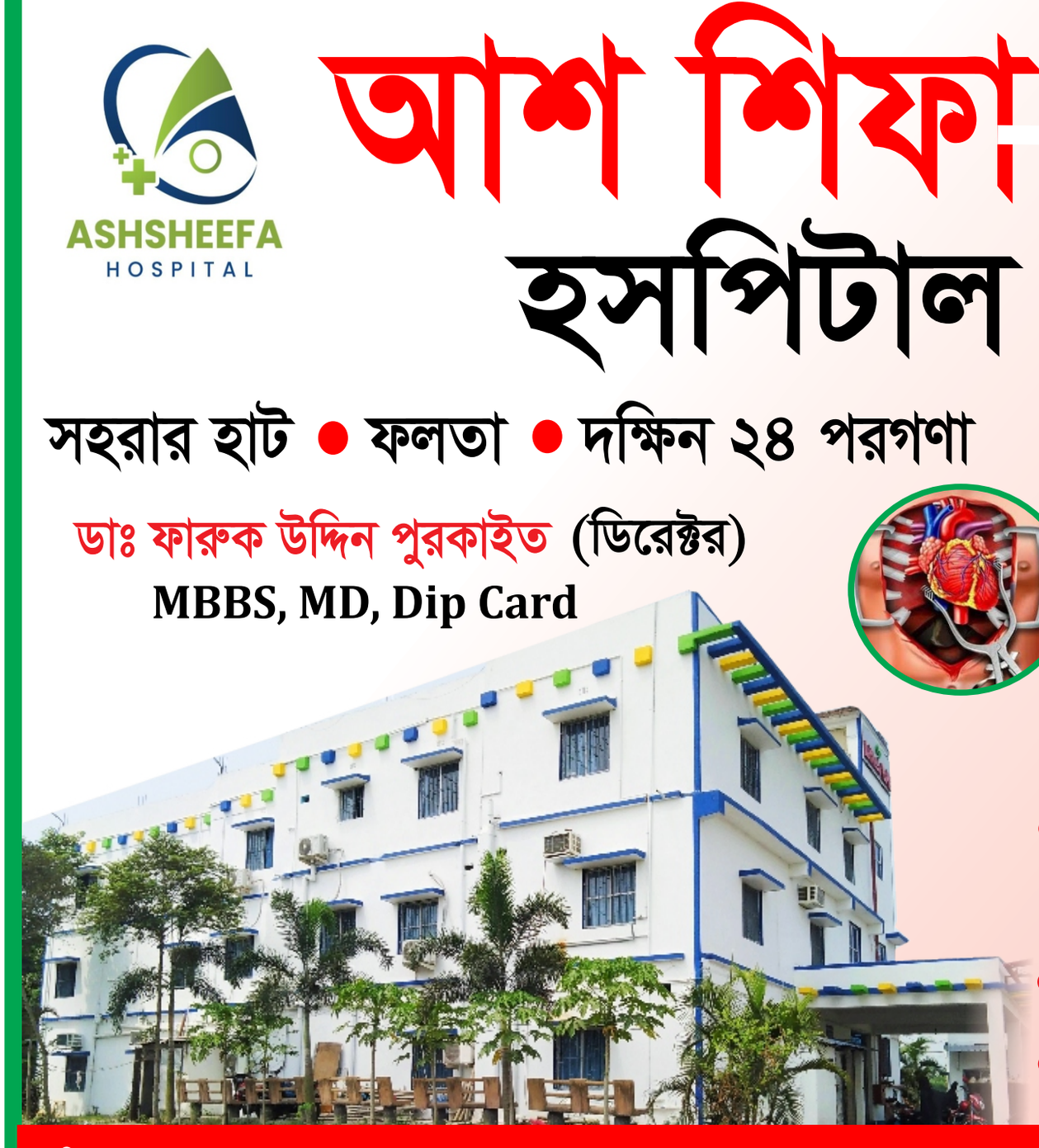

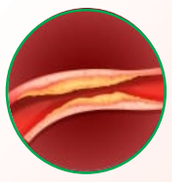
অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

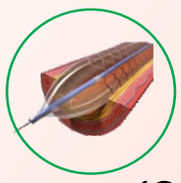
বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

ওপেন হার্ট সার্জারি

- হার্ট অ্যাটাক ও ব্রেন স্ট্রোকের অ্যাডভান্স ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (ICU)
- জেলার প্রথম ক্যাথল্যাব এবং হার্টের অপারেশন।
- শীঘ্রই খুলিতেছে ওপেন হার্ট সার্জারি (CTVS) বিভাগ।

6295 122 937 / 9123721642

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহনযোগ্য

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়ার ১৫ জনের দলের ৪ জনই নেই

আপনজন ডেস্ক: শেষ পর্যন্ত শঙ্কাটাই সত্যি হলো। আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলা হচ্ছে না অস্ট্রেলিয়ার দুই তারকা পেসার প্যাট কামিন্স ও জশ হ্যাজলউডের। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) আজ এই দুঃসংবাদ দিয়েছে। এ নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ১৫ সদস্যের স্কোয়াড থেকে ৪ জন ছিটকে গেলেন।
কামিন্স-হ্যাজলউডের ছিটকে পড়ার কারণ সবারই জানা। দুজনই সর্বশেষ বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে চোটে পড়েছিলেন। অ্যাঙ্কেলে পাওয়া আঘাত থেকে এখনো সেরে ওঠেননি কামিন্স। হ্যাজলউডের চোট আরও গুরুতর। নিতম্বে অস্বস্তির পাশাপাশি ও পায়ের পেশিতেও টান ধরেছিল তাঁর। আগের তুলনায় এখন কিছুটা ভালো বোধ করলেও চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলার মতো অবস্থায় নেই।
চ্যাম্পিয়নস ট্রফির অস্ট্রেলিয়া স্কোয়াড থেকে কামিন্স ও হ্যাজলউডের ছিটকে পড়ার খবর এমন সময়ে এল, যার ঘণ্টা দুয়েক আগে ওয়ানডে থেকে আকস্মিক অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন অলরাউন্ডার মার্কাস স্টয়নিস। কদিন আগে আরেক অলরাউন্ডার মিচেল মার্শ পিঠের চোটের কারণে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। চোট থেকে সেরে ওঠার লড়াইয়ে থাকা তিনজনকে আরও কয়েক সপ্তাহ পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় থাকতে হবে বলে জানিয়েছে সিএ। অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলের প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি বলেছেন, 'দুর্ভাগ্যবশত প্যাট (কামিন্স), জশ (হ্যাজলউড) এবং মিচকে (মার্শ) কিছু চোট সামলাতে হচ্ছে। তারা চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জন্য ফিট হয়ে উঠতে পারবে না। তাদের না থাকা হতাশাজনক হলেও এটা বৈশ্বিক ইভেন্টে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে অন্য খেলোয়াড়দের পারফর্ম করার একটি সুবর্ণ সুযোগ।' কামিন্স ছিটকে পড়ার অর্থ, চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জন্য নতুন অধিনায়কও খুঁজতে হবে সিএকে। দলের প্রধান কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড কামিন্সের অনুপস্থিতিতে স্টিভেন স্মিথ অথবা ট্রাভিস হেডকে অধিনায়ক বানাতে বোর্ডকে পরামর্শ দিয়েছেন। শ্রীলঙ্কা সফরের টেস্ট সিরিজে স্মিথ অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। হেড একবারই জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, গত বছরের সেপ্টেম্বরে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে। মার্শ, স্টয়নিস, কামিন্স ও হ্যাজলউডের জায়গায় এখনো কারও নাম ঘোষণা করেনি সিএ। তবে বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ শেষ হওয়ার পরপরই বেইলির নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি নতুন চারজনের নাম ঘোষণা করবেন। সিএর ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের দলে থাকা তানভীর সাংহা, শন অ্যাবট ও কুপার কনোলিকে সেখানেই থেকে যেতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া জেইক ফ্রেজার-ম্যাগার্ক, বেন ডরশুইস ও স্পেনসার জনসন শিগগিরই কলম্বোয় দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। তাঁদের মধ্য থেকে চারজনকে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির স্কোয়াডে নেওয়া হতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার চ্যাম্পিয়নস ট্রফি অভিযান শুরু হবে ২২ ফেব্রুয়ারি লাহোরে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। এর আগে কলম্বোয় ১২ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দুটি ওয়ানডে খেলবে তারা।

সান্তোসে প্রত্যাবর্তনেই ম্যাচসেরা নেইমার

আপনজন ডেস্ক: নেইমারের বড় ভক্ত ২০ বছর বয়সী অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার গ্যাব্রিয়েল বোনতেম্পো। কেউ কেউ তাঁকে 'পরবর্তী নেইমার' হিসেবে দেখেন। সান্তোসের মাঠ ভিলা বেলমিরোয় গতকাল ক্যাম্পেওনাতো পলিস্তায় বোতাফোগোর বিপক্ষে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে কোচের ডাকে বোনতেম্পোর খুশি মনেই মাঠ ছাড়ার কথা। তাঁর জায়গায় বদলি হিসেবে নামলেন যে তাঁরই আদর্শ নেইমার! সেটাও আবার প্রায় ১২ বছর পর সান্তোসে নেইমারের প্রত্যাবর্তনের ম্যাচ। বোনতেম্পো বাকি জীবন নিশ্চয়ই এই ম্যাচটা মনে রাখবেন। মনে রাখবেন নেইমারও। তাঁর বাবা নেইমার সিনিয়রের ভাষায়, এ ম্যাচ দিয়ে ছেলের 'শেষের চক্র' শুরু হলো।
ভিলা বেলমিরোর গ্যালারিতে বসে সান্তোসে ছেলের দ্বিতীয় অভিষেক দেখেছেন সিনিয়র। সেখানেই ম্যাচ শুরুর আগে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন এ কথা। আর ম্যাচে নেইমার বেশ ভালোও খেলেছেন। দারুণ এক গোলের সুযোগও তৈরি করেছিলেন। হয়েছেন ম্যাচসেরাও। তবে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেননি। নেইমার মাঠে নামার সময় ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল সান্তোস। এরপর একটি গোল করে ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র করেছে বোতাফোগো। চো ট কাটিয়ে ওঠা নেইমার জানিয়েছেন, তিনি এখনো শারীরিক ফিটনেস পুরোপুরি ফিরে পাননি। শৈশবের ক্লাব সান্তোসের হয়ে আবারও মাঠে নামার প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, 'সান্তোসকে ভালোবাসি। এই রাতে (গতকাল) কেমন লাগছে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।' মাঠে পুরো ছন্দে ফিরতে ৩৩ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড আরেকটু সময় চাইলেন, 'আমাকে আরও ম্যাচ খেলতে হবে। এখনো শতভাগ ফিরে পাইনি। অনেক দৌড়ানো এবং খুব বেশি ড্রিবলও করতে চাইনি আজ রাতে (কাল)। আশা করি, চার-পাঁচ ম্যাচের মধ্যেই আরও ভালো অনুভব করব।' সান্তোসের বয়সভিত্তিক দলে বেড়ে ওঠা নেইমার ২০১৩ সালে ক্লাবটি ছেড়ে বার্সেলোনায় যোগ দেন।
দলবদলের বাজারে বিশ্ব রেকর্ড গড়ে ২০১৭ সালে যোগ দেন পিএসজিতে। সেখান থেকে সৌদি প্রো লিগের দল আল হিলাল ঘুরে নেইমার ফিরেছেন সান্তোসে। নেইমারের এই ক্যারিয়ারে তিন ভাগে ভাগ করেছেন তাঁর বাবা। সেটা বোঝা গেল তাঁর কথায়, সান্তোসে উন্মেষ প্রথম পর্ব, ইউরোপ ও সৌদিতে দ্বিতীয় পর্ব এবং তারপর সান্তোসে ফেরাটা তৃতীয় পর্ব।

ভারত-ইংল্যান্ডের মধ্যে আরও একটি একপেশে ম্যাচ

আপনজন ডেস্ক: রোমাঞ্চ বলতে কিছু নেই। ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডকে হারানোর পথে শুবমান গিল সেঞ্চুরি পাবেন কি না, সেটি নিয়েই একটু যা ভক্তদের দুশ্চিন্তায় থাকতে হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত সেঞ্চুরিটি হয়নি, দ্রুত খেলা শেষ করতে গিয়ে গিল আউট হয়েছেন ৮৭ রানে। নিজের স্বার্থও অবশ্য এখানে জড়িত ছিল। দল জয় থেকে যখন ১৪ রান দূরে, তখন সেঞ্চুরি করতে গিলের দরকার ছিল ১৩। সে কারণেই তো সাকিব মাহমুদের শর্ট বলে মিডউইকেট দিয়ে উড়িয়ে মারতে গেলেন। এ ছাড়া পুরো ম্যাচই ছিল ম্যাড়মেড়ে। নাগপুরে ইংল্যান্ডের তোলা ২৪৮ রান ভারত তাড়া করেছে ৩৮.৪ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে। এই জয়ে ওয়ানডে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল ভারত। এর আগে টি-টোয়েন্টি সিরিজ একপেশেভাবে জিতেছিল ভারত। গিলের ৮৭ রানের ইনিংসটি ছাড়া ম্যাচটির বড় বিজ্ঞাপন শ্রেয়াস আইয়ারের ৩৬ বলে ৫৯ রানের ইনিংস। রান তাড়ায় ১৯ রানে ২ উইকেট হারানোর পর তাঁর টি-টোয়েন্টি ইনিংসেই ম্যাচটি একপেশে হয়ে যায়। দলীয় ১১৩ রানে তিনি আউট হওয়ার পর যিনি নেমেছেন, সেই অক্ষর প্যাটেলও করেছেন ফিফটি। রান তাড়া তো কঠিন হওয়ার কথাও নয়! আজ ইংল্যান্ডের সংগ্রহ হতে পারত বেশ বড়। অন্তত এমন একটা শুরুর পর! ওপেনিং জুটিতে ফিল সল্ট ও বেন ডাকেট ৫৩ বলে গড়েছিলেন ৭৫ রানের জুটি। সেই জুটি ভাঙে ২৬ বলে ৪৩ রান করে সল্ট রানআউট হলে। ২৯ বলে ৩২ রান করে দলীয় ৭৭ রানে ফেরেন ডাকেটও। ৪৫৩ দিন পর প্রথমবার ওয়ানডে খেলা জো রুট ফিরেছেন ১৯ রান করে। এরপর জ্যাকব বেথেল ও জস বাটলার ২৪৮ রান তুলতে পারে।

করুণারত্নের বিদায়ি টেস্টের প্রথম দিনটা অস্ট্রেলিয়ার

আপনজন ডেস্ক: গল টেস্ট শেষেই বিদায় নেওয়ার ঘোষণা আগেই দিয়ে রেখেছেন দিমুথ করুণারত্নে। বিদায়ি টেস্টটা আবার তার জন্য মাইলফলকেরও। ক্যারিয়ারের শততম টেস্ট বলেই ইনিংস শুরু করতে নেমে 'গার্ড অব অনারও' পেয়েছেন তিনি। শেষের শুরুটা তাই রাঙানোর লক্ষ্যেই মাঠে নামেন তিনি।
শুরুটাও ভালোই করেছিলেন বাঁহাতি ব্যাটার। কিন্তু ইনিংসটিকে বেশিদূর নিতে যেতে পারেননি। নাথান লায়নের বলে ৩৬ রানে বোল্ড হয়ে থামতে হয়েছে করুণারত্নেকে। তার শততম টেস্টের প্রথম দিনটা ভালো হয়নি শ্রীলঙ্কারও।দুই টেস্টের সিরিজে সমতায় ফেরার লক্ষ্যে প্রথম দিন শেষ করেছে ৯ উইকেটে ২২৯ রানে। দিন শেষে ৫৯ রানে অপরাজিত আছেন কুশল মেন্ডিস। দ্বিতীয় তাকে সঙ্গ দেবেন এখনো রানের খাতা না খোলা লাহিরু কুমারা। দলীয় ২৩ রানে পাথুম নিসাঙ্কা ফিরে গেলে দ্বিতীয় উইকেটে দিনেশ চান্ডিমালের সঙ্গে ৭০ রানের জুটি গড়েছিলেন করুণারত্নে।
তবে সতীর্থকে রেখে করুণারত্নে ফিরে যাওয়ার পরেই বিপদে পড়ে শ্রীলঙ্কা। ১ উইকেটে ৯৩ রান করা দলটি একটা সময় হয়ে যায় ১৫০ রানে ৬ উইকেট। ষষ্ঠ ব্যাটার হিসেবে ফিরে যান সর্বোচ্চ ৭৪ রান করা চান্ডিমালও।
সেখান থেকে সপ্তম উইকেটে ৬৫ রানে জুটি গড়ে শ্রীলঙ্কাকে দুই শ ঊর্ধ্ব স্কোর এনে দেন কুশল ও রমেস মেন্ডিস। রমেশকে ব্যক্তিগত ২৮ রানে আউট করে শ্রীলঙ্কাকে এবার ধাক্কা দেন স্টার্ক।
বাঁহাতি পেসারের আগে শ্রীলঙ্কাকে শুরুতে ধাক্কা দিয়েছিলেন লায়ন। দুজনই ম্যাচে ৩ উইকেট করে নিয়েছেন। সতীর্থরা আউট হলেও লঙ্কানদের শেষ সম্বল হিসেবে এখন ক্রিজে আছেন কুশল।

মেসির ছেলের ১১ গোল, রোনাল্ডোর ছেলের ১০ গোল তাক লাগাল

আপনজন ডেস্ক: সর্বকালের সেরা ফুটবলারের খেতাব নিয়ে দুই দশকের বেশি সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। এখনো বিভিন্ন রেকর্ডের জন্য লড়াই করে চলেছেন এ দুজন। তবে এর মধ্যে দৃশ্যপটে আসতে শুরু করেছে দুই ফুটবলারের সন্তানেরাও।
প্রায় কাছাকাছি সময়ে মাঠে নেমে প্রতিপক্ষকে গোলবন্যায় ভাসিয়েছে তারা। মেসির ছেলে থিয়াগো মেসি যেখানে দলের ১২ গোলের ১১টি দিয়েছে, রোনাল্ডোর ছেলে ক্রিস্টিয়ানো জুনিয়র একই সময়ে করেছে দলের ১০ গোলের সব কটি। ২০২৩ সালে মেসি ইন্টার মায়ামিতে আসার পর তাঁর ছেলে থিয়াগোও মায়ামির বয়সভিত্তিক দলের হয়ে খেলা শুরু করে। এর আগে একাধিকবার মাঠে নেমে ছোটদের লড়াইয়ে নিজের কারিকুরিও দেখায় মেসিপুত্র। তবে আটলান্টা ইউনাইটেডের বিপক্ষে অনূর্ধ্ব-১৩ এমএলএস কাপের ম্যাচে থিয়াগো যা করেছে, তা আগের সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে। ১২ বছর বয়সী থিয়াগো একাই প্রতিপক্ষের জালে বল জড়িয়েছে ১১ বার। আর মায়ামি ম্যাচ জিতেছে ১২-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে। ম্যাচের ১২ মিনিটে প্রথম গোল করা থিয়াগো প্রথমার্ধেই করে ৫ গোল। আর বিরতির পর যোগ করে আরও আরও ৬ গোল। একটি গোল পেলে হয়ে যেত ট্রিপল হ্যাটট্রিকও।
মেসির ছেলের ১১ গোলের খবর নিশ্চিত করেছে স্পোর্টসহ একাধিক সংবাদমাধ্যম। অন্যদিকে কাছাকাছি সময়ে অনূর্ধ্ব-১৫-এর ম্যাচে আল নাসরের জার্সিতে মাঠে নেমে প্রতিপক্ষকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে রোনাল্ডোপুত্র ক্রিস্টিয়ানো জুনিয়র। বাবার ৪০তম জন্মদিনের প্রাক্কালে আল ইত্তিহাদের বিপক্ষে। এই ম্যাচ অবশ্য মেসির ছেলে থিয়াগোর ছেলের ম্যাচের মতো একতরফা হয়নি।
ইত্তিহাদও খেলেছে সমানতালে। তবে শেষ পর্যন্ত হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর আল নাসর ম্যাচ জিতেছে ১০-৯ গোলে। যেখানে আল নাসরের ১০ গোলের সব কটিই এসেছে ক্রিস্টিয়ানো জুনিয়রের কাছ থেকে। এদিন ম্যাচের প্রথমার্ধেই ৪ গোল করে রোনাল্ডোপুত্র। আর বিরতির পর তার কাছ থেকে আসে আরও ৬ গোল।
রোনাল্ডো জুনিয়রের গোলবন্যায় মাতার ঘটনা অবশ্য আকস্মিক কিছু নয়। আগের ম্যাচে আল হিলালের বিপক্ষে আল নাসরের ৭-০ গোলের জয়ে সব গোল করেছিল রোনাল্ডো জুনিয়রই। অর্থাৎ দুই ম্যাচ মিলিয়ে ক্রিস্টিয়ানো জুনিয়রের গোল ১৭টি। অবিশ্বাস্যই বটে।
বয়সভিত্তিক দলের হয়েই মেসি-রোনাল্ডোর পুত্রদ্বয় যেভাবে গোল করে চলেছে, সেটা বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে তাদের বাবাদের কথা। তবে এই পথ ধরে মেসি-রোনাল্ডোর পর্যায়ে পৌঁছাতে হলে অনেক লম্বা পথ পেরোতে হবে এ দুজনকে।

আইএসএল শিরোপার দিকে এগিয়ে চলেছে মোহনবাগান

আপনজন ডেস্ক: ৫৪ বলে ১৩৫ রান! রোববার মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে তাণ্ডব চালিয়েছিলেন অভিষেক শর্মা। ইংল্যান্ডের বোলিং নিয়ে ছেলেখেলা করে টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে ভারতের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ইনিংসের রেকর্ড গড়েছেন অভিষেক। ভারতীয় ওপেনারের দুর্দান্ত সেই ইনিংসের প্রভাব আইসিসির ব্যাঙ্কিংয়েও পড়েছে। একলাফে টি-টোয়েন্টি ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে দুইয়ে উঠে গেছেন অভিষেক।
আজ প্রকাশিত সর্বশেষ র‍্যাঙ্কিংয়ে অভিষেকের ওপরে আছে শুধু ট্রাভিস হেড। অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যানের রেটিং পয়েন্ট ৮৫৫, অভিষেকের চেয়ে ২৬ পয়েন্টে এগিয়ে। ব্যাটিংয়ে শীর্ষ পাঁচে ভারতীয়দেরই আধিপত্য। তিনে আছেন তিলক বর্মা, পাঁচে সূর্যকুমার যাদব। এ দুজনের মধ্যে আছেন ইংল্যান্ডের ফিল সল্ট। তিলক, সূর্যকুমার ও সল্ট–অভিষেককে জায়গা দিতে গিয়ে পিছিয়েছেন এক ধাপ করে।
ইংল্যান্ড সিরিজের পারফরম্যান্স দিয়ে বোলিংয়েও দুইয়ে উঠে এসেছেন এক ভারতীয়। ১৪ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরা হওয়া স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী তিন ধাপ এগিয়ে উঠেছেন দুইয়ে। ইংল্যান্ডের লেগ স্পিনার আদিল রশিদের সঙ্গে যৌথভাবে দুইয়ে আছেন চক্রবর্তী। রশিদের অবনমন হয়েছে। গত সপ্তাহে যাঁকে সরিয়ে শীর্ষে উঠেছিলেন রশিদ, সেই ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান স্পিনার আকিল হোসেন ফেরত পেয়েছেন এক নম্বর জায়গাটা।
বোলিংয়ে শীর্ষ পাঁচের অন্য দুজন শ্রীলঙ্কার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা (৩য়) ও অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম জাম্পা (৪র্থ)। শুধু শীর্ষ পাঁচেই নয়, র‍্যাঙ্কিংয়ের প্রথম আটজনই স্পিনার। ছয়ে ভারতের রবি বিষ্ণয়, সাতে শ্রীলঙ্কার মহীশ তিকশানা ও আটে আফগানিস্তানের রশিদ খান।
টি-টোয়েন্টি অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতের হার্দিক পান্ডিয়াই ধরে রেখেছেন শীর্ষস্থান।
গলে শ্রীলঙ্কাকে সবচেয়ে বড় টেস্ট হারের স্বাদ উপহার দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ওই ম্যাচে টেস্টে ১০ হাজার রানের মাইলফলক ছোঁয়া ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ তিন ধাপ এগিয়ে উঠেছেন পাঁচে। টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি পাওয়া উসমান খাজা ছয় ধাপ এগিয়ে উঠেছেন ১১ নম্বরে। টেস্ট বোলিংয়ে অস্ট্রেলীয় স্পিনার নাথান লায়ন দুই ধাপ এগিয়ে ছয়ে ও বাঁহাতি পেসার মিচেল স্টার্ক দুই ধাপ এগিয়ে ১২ নম্বরে উঠেছেন।

ফাইনালে ভারত-পাকিস্তান মহারণ: শোয়েব

আপনজন ডেস্ক: টুর্নামেন্ট শুরুর আগে জ্যোতিষবিদ্যার চর্চা বাড়ে। আর সেই টুর্নামেন্ট যদি হয় বৈশ্বিক হয় তাহলে বিদ্যার চর্চার মাত্রা আরো বেড়ে যায়। আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম কিছু হচ্ছে না। সাবেক বর্তমান ক্রিকেটাররা ভবিষ্যদ্বাণীতো করছেনই সঙ্গে ক্রিকেট বিশ্লেষকরাও।পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে শুরু হতে যাওয়া হাইব্রিড মডেলের টুর্নামেন্ট নিয়ে তাই ভবিষ্যদ্বাণী করার লোভ যেন সংবরণ করতে পারেননি শোয়েব আখতার। জানিয়ে দিয়েছেন, কোন দলগুলো সেমিফাইনাল ও ফাইনাল খেলবে। বিশ্বের দ্রুততম গতির পেসার অবশ্য চার নয়, তিন দলের নাম জানিয়েছেন। দুবাইয়ে সংবাদমাধ্যমকে পাকিস্তানের সাবেক পেসার বলেছেন, 'বিশ্বাস করি, ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সেমিতে পাকিস্তান, ভারত ও আফগানিস্তান খেলবে। দল হিসেবে খেলতে পারলে আফগানিস্তান চমক দেখাবে বলে মনে করেন শোয়েব। ৪৯ বছর বয়সী পেসার বলেছেন, 'আফগানরা যদি দল হিসেবে খেলতে পারে তারা সেমিফাইনালে খেলবে। দল হিসেবে তারা ম্যাচিউরিটি এবং ব্যাটাররা ধৈর্য্যর পরীক্ষায় পাস করলে চমকজাগানিয়া ফল দেখাতে পারে।'আর আইসিসি বা এসিসির যেকোনো টুর্নামেন্ট মানেই ভারত-পাকিস্তানকে নিয়ে বাড়তি উন্মাদনা।সেই লড়াই নিয়ে দুই ভাগ হয়ে যান ক্রিকেটারসহ ক্রীড়াপ্রেমীরা। তবে একটা সাধারণ বিষয় থাকে তা হচ্ছে নিজ দলের জয়ের পক্ষে বাজি ধরা। শোয়েবও তাই করেছেন। পাকিস্তানের কাছে ভারত হারলেও তার মতে দুই দলই আবার ফাইনালে মুখোমুখি হবে। সঙ্গে এমনটিও জানিয়েছেন

শোয়েব, ভারত ও নিউজিল্যান্ডকে যদি হারাতে পারে তাহলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অর্ধেক কাজ হয়ে যাবে পাকিস্তানের। তিনি বলেছেন, 'আশা করি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ভারতকে হারাবে পাকিস্তান। তবে এটাও বিশ্বাস করি, ভারত-পাকিস্তান টুর্নামেন্টের ফাইনালেও খেলতে পারে। আর ভারত-নিউজিল্যান্ডকে হারাতে পারলে পাকিস্তানের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অর্ধেক কাজ হয়ে যাবে।' টুর্নামেন্টটি আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে ৯ মার্চ শেষ হবে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**